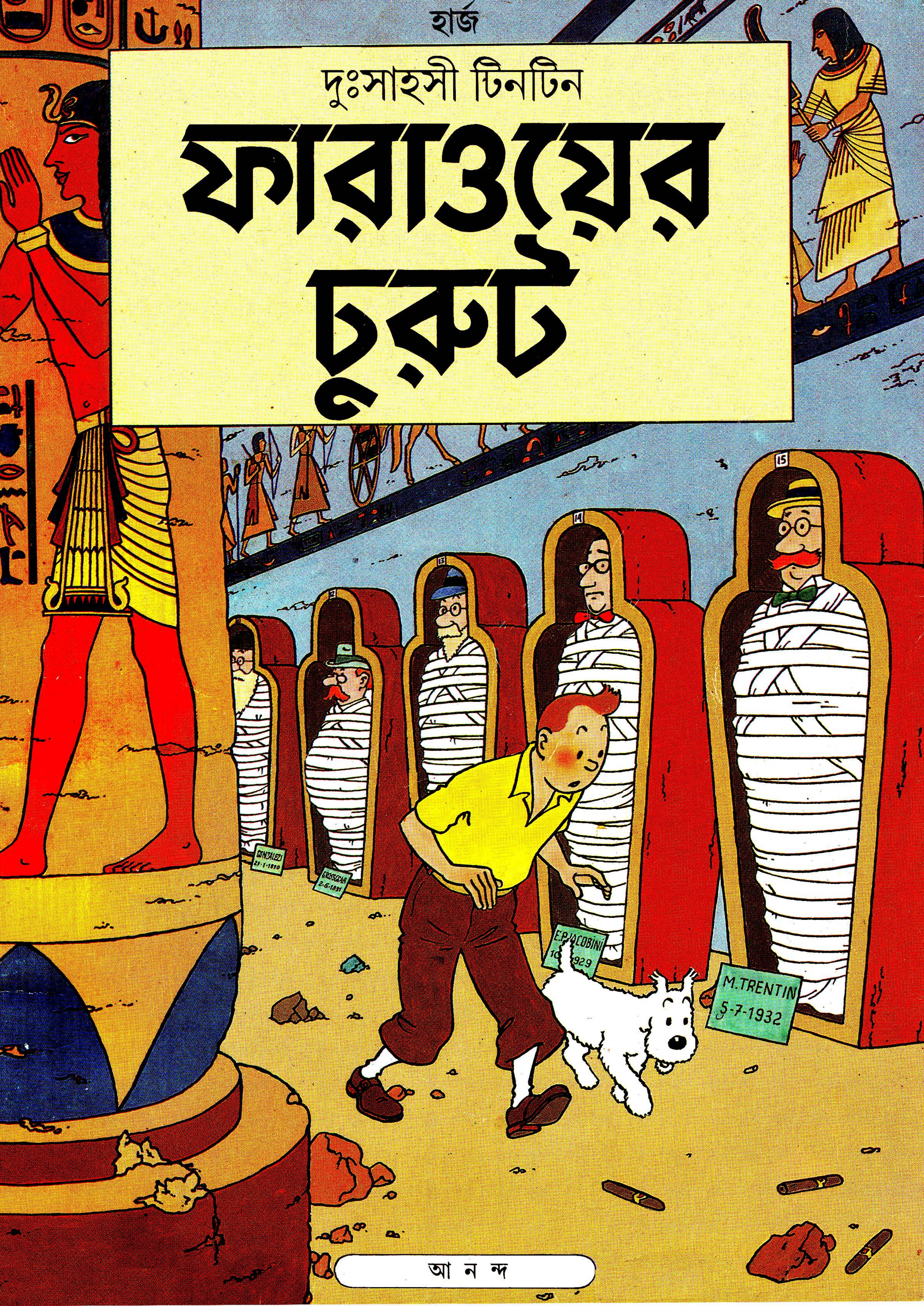
হার্জ
দুঃসাহসী টিনটিন
ফারাওয়ের চুরুট
E.P.JACOBINI
M.TRENTIN
5-7-1932
আ ন ন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

ফারাওয়ের চুরুট

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

ফারাওয়ের চুরুট

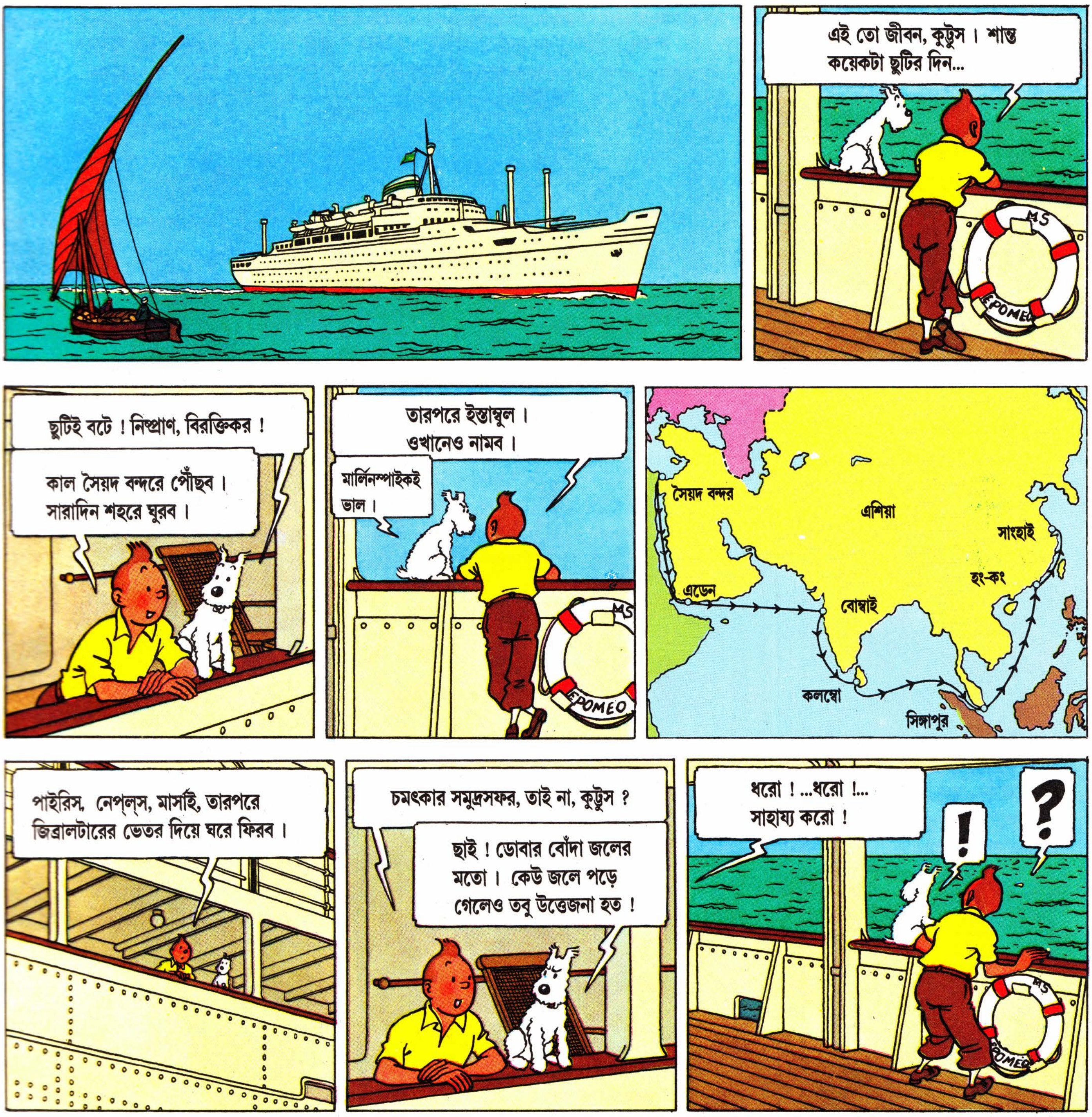

এই তো জীবন, কুট্টুস। শান্ত কয়েকটা ছুটির দিন...
MS EPOMEO
ছুটিই বটে! নিষ্প্রাণ, বিরক্তিকর!
কাল সৈয়দ বন্দরে পৌঁছব। সারাদিন শহরে ঘুরব।
তারপরে ইস্তাম্বুল। ওখানেও নামব।
মার্লিনস্পাইকই ভাল।
সৈয়দ বন্দর
এশিয়া
সাংহাই
হং-কং
এডেন
বোম্বাই
কলম্বো
সিঙ্গাপুর
পাইরিস, নেপল্‌স, মার্সাই, তারপরে জিব্রালটারের ভেতর দিয়ে ঘরে ফিরব।
চমৎকার সমুদ্রসফর, তাই না, কুট্টুস?
ছাই! ডোবার বোঁদা জলের মতো। কেউ জলে পড়ে গেলেও তবু উত্তেজনা হত!
ধরো! ...ধরো!... সাহায্য করো!
!
?

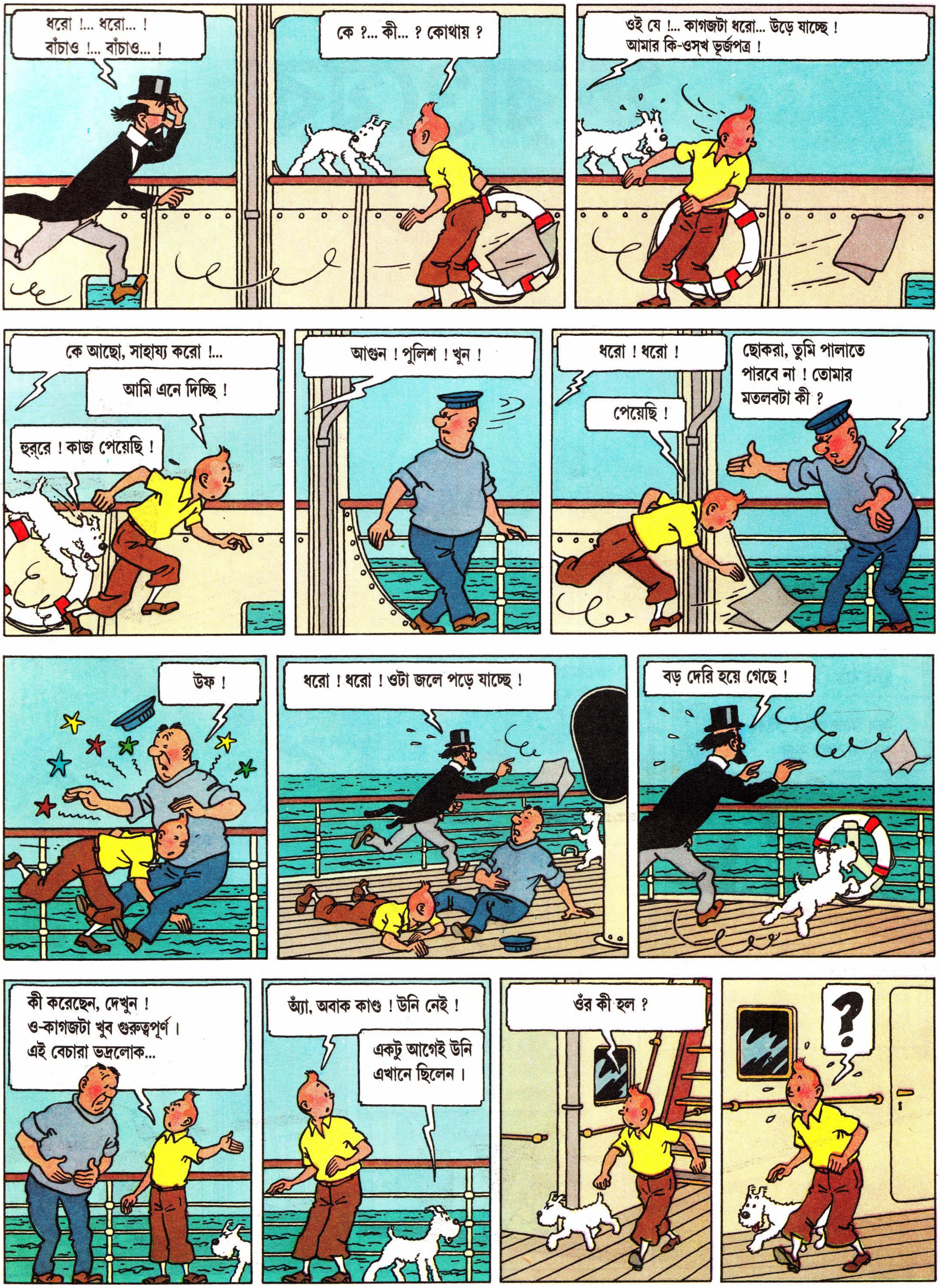
ধরো !... ধরো... ! বাঁচাও !... বাঁচাও... !
কে ?... কী... ? কোথায় ?
ওই যে !... কাগজটা ধরো... উড়ে যাচ্ছে ! আমার কি-ওসখ ভূর্জপত্র !
কে আছো, সাহায্য করো !...
আমি এনে দিচ্ছি !
হুর্‌রে ! কাজ পেয়েছি !
আগুন ! পুলিশ ! খুন !
ধরো ! ধরো !
পেয়েছি !
ছোকরা, তুমি পালাতে পারবে না ! তোমার মতলবটা কী ?
উফ !
ধরো ! ধরো ! ওটা জলে পড়ে যাচ্ছে !
বড় দেরি হয়ে গেছে !
কী করেছেন, দেখুন ! ও-কাগজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বেচারা ভদ্রলোক...
অ্যাঁ, অবাক কাণ্ড ! উনি নেই !
একটু আগেই উনি এখানে ছিলেন।
ওঁর কী হল ?
?

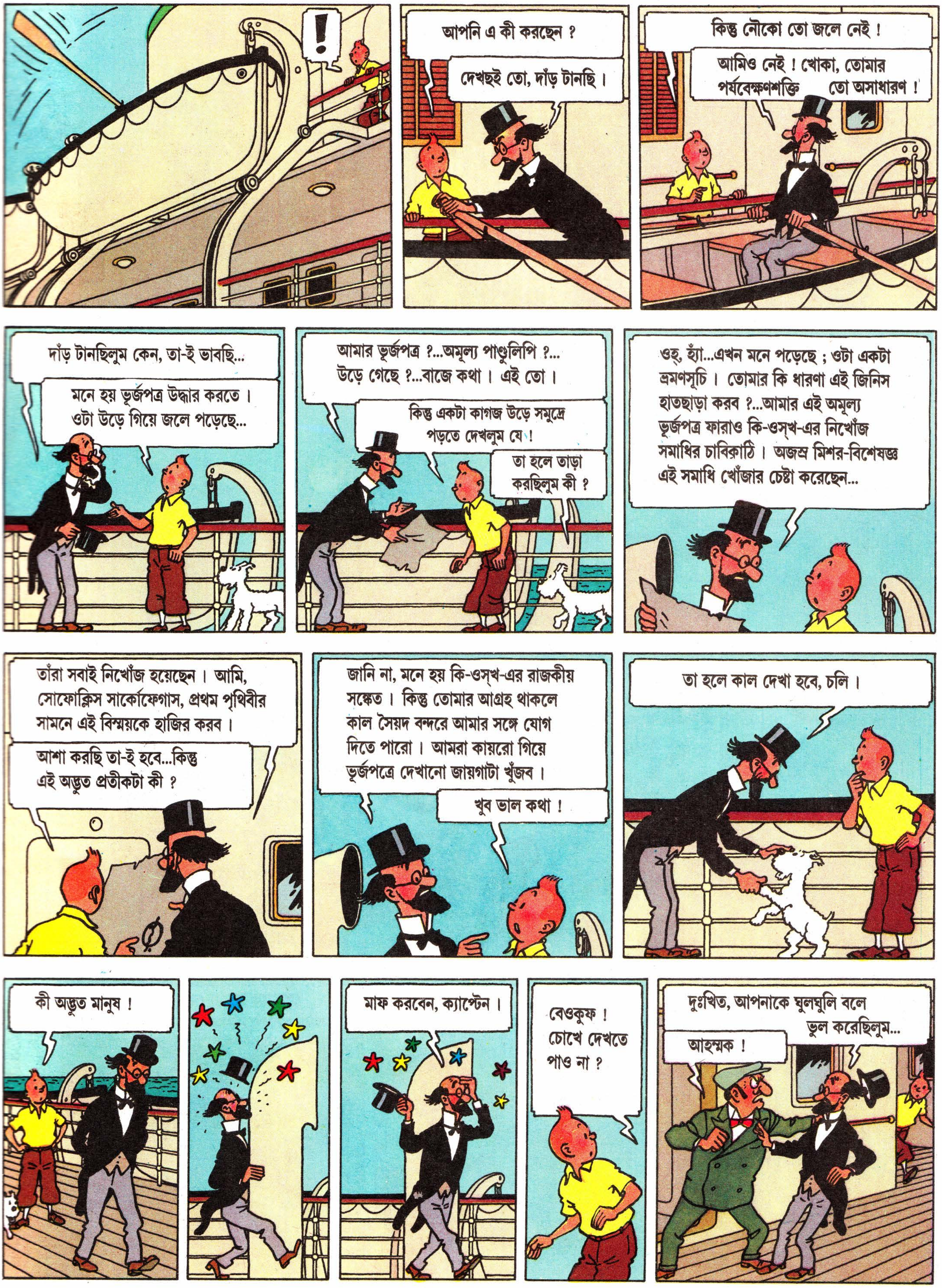
আপনি এ কী করছেন ?
দেখছই তো, দাঁড় টানছি ।
কিন্তু নৌকো তো জলে নেই !
আমিও নেই ! খোকা, তোমার পর্যবেক্ষণশক্তি তো অসাধারণ !
দাঁড় টানছিলুম কেন, তা-ই ভাবছি...
মনে হয় ভূর্জপত্র উদ্ধার করতে । ওটা উড়ে গিয়ে জলে পড়েছে...
আমার ভূর্জপত্র ?...অমূল্য পাণ্ডুলিপি ?... উড়ে গেছে ?...বাজে কথা । এই তো ।
কিন্তু একটা কাগজ উড়ে সমুদ্রে পড়তে দেখলুম যে !
তা হলে তাড়া করছিলুম কী ?
ওহ্, হ্যাঁ...এখন মনে পড়েছে ; ওটা একটা ভ্রমণসূচি । তোমার কি ধারণা এই জিনিস হাতছাড়া করব ?...আমার এই অমূল্য ভূর্জপত্র ফারাও কি-ওস্খ-এর নিখোঁজ সমাধির চাবিকাঠি । অজস্র মিশর-বিশেষজ্ঞ এই সমাধি খোঁজার চেষ্টা করেছেন...
তাঁরা সবাই নিখোঁজ হয়েছেন । আমি, সোফোক্লিস সার্কোফেগাস, প্রথম পৃথিবীর সামনে এই বিস্ময়কে হাজির করব ।
আশা করছি তা-ই হবে...কিন্তু এই অদ্ভুত প্রতীকটা কী ?
জানি না, মনে হয় কি-ওস্খ-এর রাজকীয় সঙ্কেত । কিন্তু তোমার আগ্রহ থাকলে কাল সৈয়দ বন্দরে আমার সঙ্গে যোগ দিতে পারো । আমরা কায়রো গিয়ে ভূর্জপত্রে দেখানো জায়গাটা খুঁজব ।
খুব ভাল কথা !
তা হলে কাল দেখা হবে, চলি ।
কী অদ্ভুত মানুষ !
মাফ করবেন, ক্যাপ্টেন ।
বেওকুফ ! চোখে দেখতে পাও না ?
দুঃখিত, আপনাকে ঘুলঘুলি বলে ভুল করেছিলুম...
আহাম্মক !

উঠে দাঁড়ান, সার !
এই ভদ্রলোক ইচ্ছে করে আপনার ঘাড়ে পড়েননি ।
আচ্ছা, চলি !
বেআদব ছোকরা ! নাক গলাবার আস্পদ্ধা হল কী করে ? মনে হচ্ছে আমাকে তুমি চেনো না !
আমার সঙ্গে ঝগড়ার জন্য একদিন অনুতাপ করবে । আমার নাম রাস্তাপপুল্‌স !
তাতে কী ? কে পরোয়া করে !
রাস্তাপপুল্‌স ? হুঁ ! মনে পড়েছে : কোটিপতি ফিল্ম-ব্যবসায়ী, কসমস পিকচার্সের মালিক...আর এটা পয়লা মোলাকাত নয়...
সেইদিন বিকেলে...
ভূর্জপত্র ।
হুঁশিয়ার ! ওর সঙ্গে এক ছোকরা সাংবাদিকের দেখা হয়েছে । ছোকরা ঝামেলা পাকাতে পারে । ডাঙায় নামার আগেই ওর ব্যবস্থা করবে ।
পরদিন সকালে...
21
ও ভেতরে গেছে !
হ্যাঁ, চলো !
আসুন !
ঠক
ঠক
ঠক
তোমার নাম টিনটিন ?
নিশ্চয় !
তোমাকে আমরা গ্রেফতার করছি !

গ্রেফতার ? আমাকে ? নিশ্চয় ঠাট্টা !
একটা দেরাজ খুললেই বুঝতে পারবে ঠাট্টাটা কেমন !
এই তো ! আমরা খবর পেয়েছিলুম, আর কী নির্ভুল খবর ! মাদক ! এটা হেরোইন !
পরদিন সকালে...
আমার কেবিনে কে মাদক লুকিয়ে রেখে যেতে পারে ?
এমন কেউ, যে আমাকে তার পথ থেকে সরিয়ে দিতে চায়...কিন্তু কেন ?
রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি !
আমরা এখন সৈয়দ বন্দরে, অথচ আমি জাহাজের খোলের মধ্যে বন্দি !
আরে...সবাই জাহাজ থেকে নামতে শুরু করেছে...আমি ভাবছি...
এদিকে...আর-একটু কাছে আসুন...
ইয়ে... পারে নিয়ে যেতে পারবেন ?
!
কয়েক মিনিট পরে...
কুট্টুস, আমরা সৈয়দ বন্দরে !
বাহ্ ! কী অবাক কাণ্ড !
শুভ নববর্ষ !
এদিকে...
মাদক লুকিয়ে ! ও পুলিশকে ফাঁকি দিয়েছে ! সার্কোফেগাস আগেই পারে নেমে গেছে, ওরা সম্ভবত কায়রো যাবে । হুকুম পেয়েছ, সেটা তামিল কোরো !
ও বেশিদূর যেতে পারবে না !
উঁহু ! আমরা বেশিদূর যেতে পারব না !

পরে, কায়রোর কাছে কোথাও...
ভূর্জপত্র অনুযায়ী সমাধি আর বেশি দূরে নয়...
এবং অবিলম্বে...
তুমি আমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করো। আমরা বিকেলে ফিরে আসব।
আচ্ছা, সাহেব।
বুঝলে, এমন একটি আবিষ্কারকে সম্পূর্ণ গোপন রাখতে হবে।
হ্যাঁ, নিশ্চয়।
মনে হচ্ছে, জায়গাটা আপনার খুব চেনা।
মোটেই না। ভূর্জপত্রে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে।
এখন খুব কাছে এসে গিয়েছি...
আপনার রাস্তা চেনার ক্ষমতা অসাধারণ!
খবর নির্ভুল হলে ঠিক এখানেই কি-ওস্খ-এর সমাধি পাব...
কী বলেছিলুম! সমাধি পেয়ে গিয়েছি! হে মহান ফারাও, আমি এসেছি!
অবশেষে খ্যাতি! সোফোক্লিস সার্কোফেগাসের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে!
ভৌ ভৌ
অ্যাঁ, কুট্টুস কী চায়?
একটা চুরুট...এখানে চুরুট...আশ্চর্য!
অবাক কাণ্ড! চুরুটের ফিতেয় ফারাওয়ের প্রতীক!
FLOR FINA
ডঃ সার্কোফেগাস এর থেকে কী সিদ্ধান্ত করবেন, তা-ই ভাবছি...
আরে!...এ কী...? উনি নেই!
টিনটিন, এটা ঠিক চুরুটে-জড়ানো ফিতের মতো!

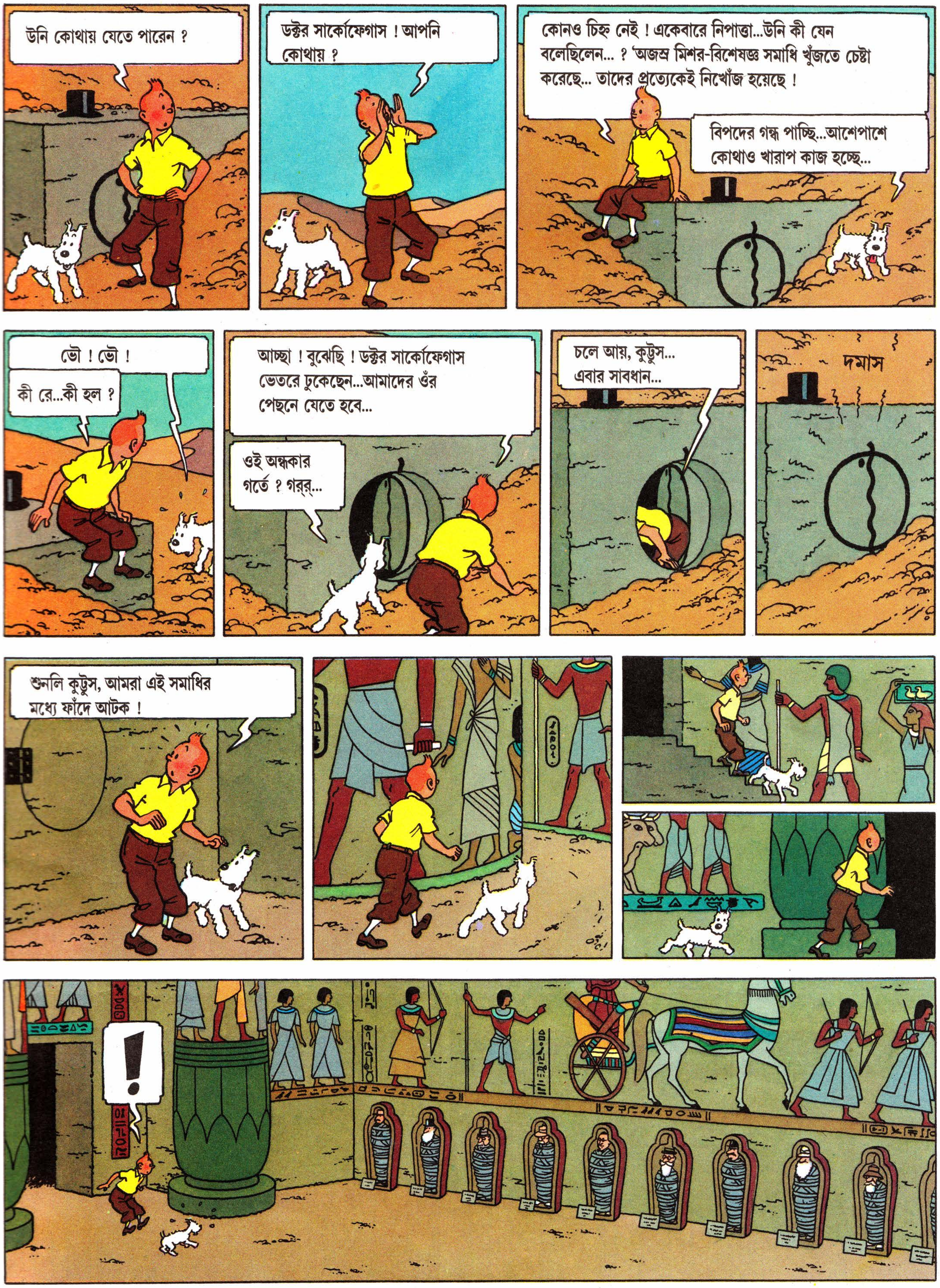
উনি কোথায় যেতে পারেন ?
ডক্টর সার্কোফেগাস ! আপনি কোথায় ?
কোনও চিহ্ন নেই ! একেবারে নিপাত্তা...উনি কী যেন বলেছিলেন... ? 'অজস্র মিশর-বিশেষজ্ঞ সমাধি খুঁজতে চেষ্টা করেছে... তাদের প্রত্যেকেই নিখোঁজ হয়েছে !
বিপদের গন্ধ পাচ্ছি...আশেপাশে কোথাও খারাপ কাজ হচ্ছে...
ভৌ ! ভৌ !
কী রে...কী হল ?
আচ্ছা ! বুঝেছি ! ডক্টর সার্কোফেগাস ভেতরে ঢুকেছেন...আমাদের ওঁর পেছনে যেতে হবে...
ওই অন্ধকার গর্তে ? গর্‌র্...
চলে আয়, কুট্টুস... এবার সাবধান...
দমাস
শুনলি কুট্টুস, আমরা এই সমাধির মধ্যে ফাঁদে আটক !
!

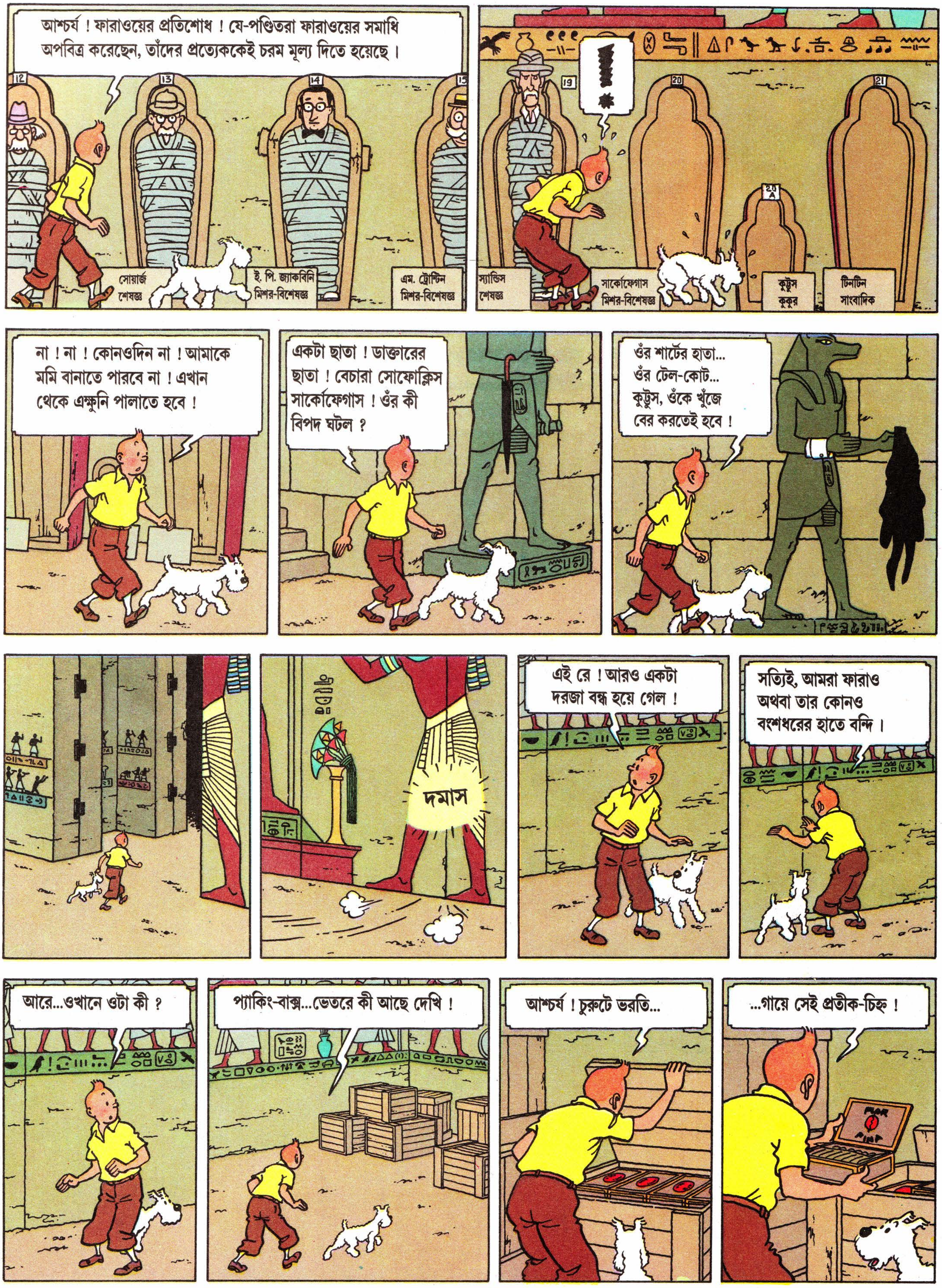
আশ্চর্য ! ফারাওয়ের প্রতিশোধ ! যে-পণ্ডিতরা ফারাওয়ের সমাধি অপবিত্র করেছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই চরম মূল্য দিতে হয়েছে !
সোয়ার্জ শেষজ্ঞ
ই. পি. জ্যাকবিনি মিশর-বিশেষজ্ঞ
এম. ট্রেস্টিন মিশর-বিশেষজ্ঞ
স্যান্ডিস শেষজ্ঞ
সার্কোফেগাস মিশর-বিশেষজ্ঞ
কুট্টুস কুকুর
টিনটিন সাংবাদিক
না ! না ! কোনওদিন না ! আমাকে মমি বানাতে পারবে না ! এখান থেকে এক্ষুনি পালাতে হবে !
একটা ছাতা ! ডাক্তারের ছাতা ! বেচারা সোফোক্লিস সার্কোফেগাস ! ওঁর কী বিপদ ঘটল ?
ওঁর শার্টের হাতা... ওঁর টেল-কোট... কুট্টুস, ওঁকে খুঁজে বের করতেই হবে !
দমাস
এই রে ! আরও একটা দরজা বন্ধ হয়ে গেল !
সত্যিই, আমরা ফারাও অথবা তার কোনও বংশধরের হাতে বন্দি ।
আরে...ওখানে ওটা কী ?
প্যাকিং-বাক্স...ভেতরে কী আছে দেখি !
আশ্চর্য ! চুরুটে ভরতি...
...গায়ে সেই প্রতীক-চিহ্ন !

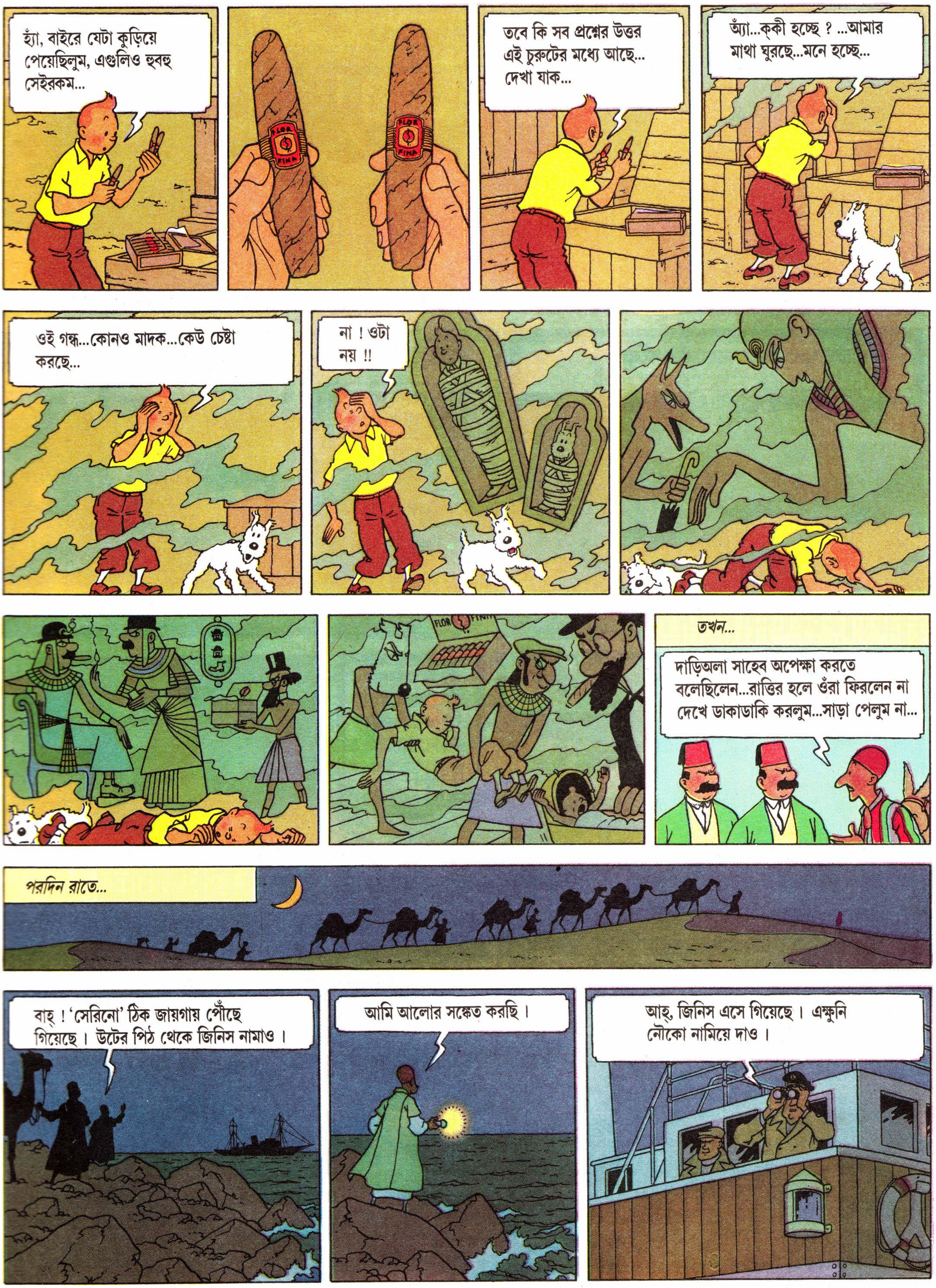
হ্যাঁ, বাইরে যেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, এগুলিও হুবহু সেইরকম...
FLOR FINA
FLOR FINA
তবে কি সব প্রশ্নের উত্তর এই চুরুটের মধ্যে আছে... দেখা যাক...
অ্যাঁ...ক্কী হচ্ছে ? ...আমার মাথা ঘুরছে...মনে হচ্ছে...
ওই গন্ধ...কোনও মাদক...কেউ চেষ্টা করছে...
না ! ওটা নয় !!
তখন...
দাড়িঅলা সাহেব অপেক্ষা করতে বলেছিলেন...রাত্তির হলে ওঁরা ফিরলেন না দেখে ডাকাডাকি করলুম...সাড়া পেলুম না...
পরদিন রাতে...
বাহ্ ! 'সেরিনো' ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। উটের পিঠ থেকে জিনিস নামাও।
আমি আলোর সঙ্কেত করছি।
আহ্, জিনিস এসে গিয়েছে। এক্ষুনি নৌকো নামিয়ে দাও।

মহম্মদ, জিনিস নিয়ে এসেছ ?
হ্যাঁ, সাহেব । সব তৈরি ।
ঠিক আছে । কাজ শুরু করো
বস উপকূলরক্ষীদের ভয় পাচ্ছেন ।
জবর রসিকতা । কফিনের মধ্যে জিনিস ভরেছে ।
আমার ধারণা, ফন্দিটা বসের ।
আধঘণ্টা পরে...
জিনিস তোলা হয়ে গেছে ।
সবাই জাহাজে ওঠো ।
যাক ! আমি খুশি !
নোঙর তোলো !
?
?
ওটা অ্যালানের জাহাজ...এবার ওকে ধরব...বদমাশ চোরাচালানকারি !
5
আমার কপাল !
উপকূলরক্ষী !
জিনিসগুলি জলে
ফেলে দাও !
ঝপাং
একঘণ্টা পরে...
ভাগ্যিস প্রমাণ জলে ফেলে দিয়েছি ;
নইলে এবার ধরা পড়তাম ।
আপনার তার, ক্যাপ্টেন ।
রক্ষীরা যখন জাহাজে
ছিল, তখন এসেছে ।
দাও ।
ভুল করে তিনটি কফিন
জাহাজে পাঠানো হয়েছে ।
ওর মধ্যে বন্দিরা আছে ।
নতুন নির্দেশ না পাওয়া
পর্যন্ত সাবধানে পাহারা
দেবে ।
কাজটা খুব জরুরি,
এটা মনে রেখো ।
মরেছে ! ওদের জলে
ফেলে দিয়েছি । এখন
ওদের খুঁজে পাব
কীভাবে ?

অন্ধকারে ওদের খুঁজে পাওয়ার কোনও আশা নেই । সকালে ওরা অনেক দূর ভেসে যাবে...
সকালে...
ক্রিক
কুটুস !
ওখানে আর-একটা কফিন...ওটার ডালা খুলছে !
...রি...ক... সি...
কী বলছেন ?... জোরে বলুন !... হাওয়ায় কিছু শুনতে পাচ্ছি না !
কী বললে ? হাওয়ার জন্য কিছু শোনা যাচ্ছে না ।
...নেই... রে... আ... নি...
...তি... কে... আ... না...
আরও জোরে বলুন... শোনা যাচ্ছে না !
চেঁচিয়ে গলা ব্যথা হয়ে গেল । স্রোতে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি । অন্তত আমরা দু'জন একসঙ্গে থাকতে পারি । তোর নৌকো আমার নৌকোর সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছি ।
এবার প্রাতরাশের জন্য কিছু মাছ ধরার চেষ্টা করা যাক । তুইও নিশ্চয় আমার মতো খিদেয় মরে যাচ্ছিস ।
কিন্তু কীভাবে !
টোপ খেয়েছে !
নিশ্চয়ই বড় মাছ !

সমুদ্রের এই অঞ্চলে কিছু মাছ ধরতে না পারলে না খেয়ে মরতে হবে...
...নয়তো ডুবে মরতে হবে। হাওয়া বাড়ছে, সমুদ্র উত্তাল হয়ে উঠছে।
এদিকে...
খুঁজে কোনও লাভ নেই। ওদের কখনও খুঁজে পাব না...
বাঁ দিকে কফিন!
হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি! ডিঙি নামিয়ে বৃদ্ধকে তুলে নাও!
কয়েক মিনিট বাদে...
সোফোক্লিস সার্কোফেগাসের কফিনটা পেয়েছি। আবহাওয়া খারাপ। খোঁজাখুঁজি বন্ধ রাখছি।
জবাব পেলেই আমার কাছে ব্রিজে নিয়ে আসবে।
আচ্ছা, ক্যাপ্টেন
জঘন্য আবহাওয়া! পারদ নেমে যাচ্ছে। প্রচণ্ড ঝড় আসবে!
জবাব, ক্যাপ্টেন।
বন্দিকে সাবধানে রেখো। ঝড়ের জন্য খোঁজ বন্ধ রাখতে হলে বাকি দুটি কফিন ফেলে রেখে তিন নম্বর ঘাঁটিতে চলে যাও।
ভালই হল, আমরা দক্ষিণে চলেছি। আর দেরি করলে বিপদে পড়তুম!
আমরা মরেছি, কুট্টুস!

যাক, ওর ঘুম ভাঙছে !
আমি কোথায় ?
মনে পড়েছে...একটা বিরাট ঢেউ ধাক্কা মেরেছিল...আর মনে নেই...
এই যে, তরুণ সিন্দবাদ ! কেমন আছ ?... ভাল ঘুম হয়েছিল ?
হ্যাঁ, কিন্তু আমি এখানে এলুম কী করে ?
তুমি যখন তৃতীয়বার ডুবে যাচ্ছিলে, আমি সেখানে হঠাৎ এসে পড়ি !
আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ক্যাপ্টেন !
ও-কথা থাক...কিন্তু কফিনে চড়ে লোহিত সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কেন, তা জানবার জন্য ছটফট করছি ।
কারণটা আমি নিজেই যদি জানতুম !
আহ্, এই যে আমার যাত্রী সেনর অলিভেরা দা ফিগুয়েরা, লিসবন থেকে এসেছেন ।
সুপ্রভাত !
খুব খুশি হলুম, সার !
আপনার একটু সেবা করতে দিন, সার । আপনার যা-কিছু দরকার...দাম শুনলে অবাক হবেন...
জিনিসগুলি একবার শুধু দেখুন, সার । কিনতে হবে এমন কথা নেই । দেখুন এই সুন্দর টাইগুলি...
চমৎকার !...চমৎকার ! দেখুন আপনাকে কেমন মানিয়েছে...আপনার চোখের সঙ্গে কী সুন্দর মিলে গেছে...
আর এই তলোয়ারটা ? আসল টলেডো ইস্পাত !
সব জলের দরে ! অ্যালার্ম ঘড়ি ? টুথব্রাশ ? কলম ?
ভাগ্যিস ওর বক্তৃতায় ভুলিনি । হুঁশিয়ার না হলেই রাজ্যের বাজে জিনিস কিনিয়ে ছাড়বে ।

ওটা আরবের উপকূল। আমরা ওখানে নামব।
আমার জিনিসপত্র ওখানে নিয়ে চলো।
দোকান খুলছেন ?... এখানে ? এখানে তো জনমানব নেই। একটা খদ্দেরও পাবেন না।
দাঁড়ান না ! এখনও বিজ্ঞাপন শুরু করিনি।
আসুন ! সালাম আলাইকুম ! সেনর অলিভেরা দা ফিগুয়েরা আপনাদের খিদমতে হাজির...
...পশ্চিমি দুনিয়ার আজব চিজ নিয়ে। দোস্তরা, চলে আসুন, লজ্জা করবেন না... এমন সুযোগ নষ্ট করবেন না।
সেই হরেক জিনিসের সওদাগর !
মরুভূমির আমিররা চলে আসুন। দেরি করলে পস্তাবেন ! অলিভেরা দা ফিগুয়েরা আপনাদের খিদমতে হাজির !
এই টুপিটা দেখুন ! ফারাওয়ের যোগ্য ! পরলে সুরত খুলে যাবে !
এটা দেখলে আমার বিবি চমকে যাবে।
দেখলেন তো ! সব শেষ ! একেই বলে সওদাগরি ! এখানেই শেষ নয় ! ওরা আবার আসবে !
!
নেড়ি কুত্তার বাচ্চা ! তোমার এই কেকটা খেয়ে আমার কী হয়েছে দ্যাখো !
কিন্তু... ওটা যে সাবানের কেক !
নতুন চাঁদ ওঠার আগেই মনিব শেখ পাত্রাশ পাশা চাবকে তোমার ছাল ছাড়াবেন !

পরদিন সকালে...
কুট্টুস, চল ঘুরে দেখি...
ও আসছে !
কী শান্ত, নির্জন জায়গা !
পাত্রাশ পাশা খুশি হবেন ।
সালাম আলাইকুম, মহামান্য শেখ, বন্দি এসেছে !
ওকে এখানে নিয়ে এসো !
কাফের কুত্তা ! তুমিই পাত্রাশ পাশা নফরদের জহর দিয়ে মারতে চেয়েছিলে ?
গাল দেবেন না !
তোমাদের ঝুটা সভ্যতা ছাড়াই আমাদের চলে যাবে !
তোমার নাম কী ?
নাম শুনে তো আমাকে চিনতে পারবেন না...
...আমাকে সবাই টিনটিন বলে ।।
টিনটিন ! সত্যি ? খোদা মেহেরবান... বুকে এসো !
?
তোমার কীর্তির কথা অনেক শুনেছি...আল্লাহ দয়া করে তোমাকে আমার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়েছেন !

কয়েক ঘণ্টা পরে...
বিদায়, বন্ধু। আমার সেরা ঘোড়াটা পেয়েছ। তোমার যাত্রা শুভ হোক।
হবে !!
বিদায়, টিনটিন ; আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল করুন !
চলি, ধন্যবাদ, মহান শেখ !
আশ্চর্য, সামান্য একটু নামযশ কত সাহায্য করে !
অ্যাঁ ? নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি ! এখানে শহর ?
কে আছ...বাঁচাও... ! বাঁচাও !...
!
কে যেন কাঁদছে !
বাঁচাও !... আমাকে বাঁচাও !...
মহিলার গলা...
দয়া করো ! দয়া করো !
বর্বর !
ভয় নেই...বদমাশরা পালিয়েছে।
গবেট ! উজবুক ! বুদ্ধু কোথাকার !
?

গোটা দৃশ্য আবার তুলতে হবে !
আমার প্রবেশটা ও মাটি করে দিয়েছে ।
এই রে ! ফিল্ম কোম্পানির এলাকায় ঢুকে পড়েছি !
তোমাকে...
দুঃখিত...কী করে বুঝব... ?
কী হচ্ছে ?
এই বীরপুরুষ আমার দৃশ্যটা নষ্ট করেছে !
আরে ! এই ছোকরার সঙ্গেই জাহাজে আমার ঝামেলা বেধেছিল মনে হচ্ছে ।
এ যে দেখছি মিঃ রাস্তাপপুলস !
রাগারাগির জন্য দুঃখিত !
আপনার শুটিং নষ্ট করেছি বলে আমিও দুঃখিত ।
ও-কথা ভুলে যাও ! আমরা 'অ্যারাবিয়ান নাইটস' নিয়ে একটা সুপারস্কোপ ম্যাগনাভিস্টা ফিচার করছি । তাই একটা শহর বানিয়েছি ।
জানি, আমি দেখেছি ।
কিন্তু মরুভূমির মধ্যে তুমি একা কী করছ ? চলো, ব্যাপারটা কী শুনি...
চলুন, বলছি...
এক ঘণ্টা বাদে...
...সব তো শুনলেন, মিঃ রাস্তাপপুলস । ব্যাপারটা খুব আশ্চর্য নয় কি ?
সন্দেহ নেই । খুবই আশ্চর্য ঘটনা মনে হচ্ছে !
তোমাকে এখানে রাখতে পারছি না বলে দুঃখিত ।
আপনার অশেষ দয়া, কিন্তু নৌকোর ক্যাপ্টেন আমার জন্য ভাবছে ।
কুট্টুস, এই যে নৌকো । আমরা এক্ষুনি নৌকোয় উঠে পড়ব ।
তখন...
হুম্...নতুন নির্দেশ । টিনটিনকে ভুলে গিয়ে আরব উপকূল ধরে বন্দুকের চোরাচালানকারীদের খুঁজতে হবে ।

ডেক-এ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।
আশ্চর্য...কারও টিকির দেখা নেই...
ভুল বলেছি। অন্তত একটা বেড়াল থেকে গেছে...কুট্টুস, এদিকে আয়!
গররর
ভৌ! ভৌ!
কুট্টুস, এক্ষুনি এখানে আয় বলছি!
?
আরেব্বাস! মেশিনগান! পুরনো একটা তেরপল দিয়ে ঢাকা!
এবং একগাদা ছাতার নীচে রাইফেল!
ভাবছি, সেই বেড়ালটা কোথায় গেল...
ছাতা
বারুদ
সব বাক্সই গোলা-বারুদে বোঝাই! জায়গাটা যেন অস্ত্রের গুদাম!
কলাই
চিনি
আরও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। আমি কী বোকা! আমার সন্দেহই হয়নি...এই নিরীহ ছোট্ট জাহাজটা...বন্দুকের চোরাকারবার চলছে!
পলকা
মজাদার, তাই না?
?
!

তোমাকে জাহাজে উঠতে দেখেছি। কখনও সন্দেহ হয়নি তুমি পুলিশের লোক !
আমি ? কিন্তু...
ক্যাপ্টেন ! বিপদ ! শিগ্‌গির আসুন !
আমাকে ধরিয়ে দিলে একটা কথা মনে রেখো। এই জাহাজে মাইন পাতা। ধরা দেওয়ার আগে জাহাজ উড়িয়ে দেব।
কুট্টুস, শিগ্‌গির আয় ! বাঁধন খুলে এখান থেকে বাইরে নিয়ে চল !
ধুপ
ধুপ
ধুপ
ডেকের ওপরে কী হচ্ছে ?
এখন সব চুপচাপ। ওরা নিশ্চয়ই ছুটে পালিয়েছে !
ভয় পেয়ে।
হতভাগারা...এবার বুঝেছি ! মাইন পেতে রেখে ওরা আমাদের জাহাজে একা ফেলে পালিয়েছে !
আড়ালে যাও...আমি পালিয়ে যাচ্ছি !
বুউউম
উফ ! ভেবেছিলুম আমরা সত্যিই উড়ে গিয়েছি...অথচ ওটা নিশ্চয় অন্য একটা জাহাজ, পাশ থেকে ধাক্কা দিয়েছে।
বারুদ
বারুদ
শ্‌শ্‌ !...কে যেন আসছে !
লড়াই হলে অন্তত অস্ত্রের অভাব নেই...
বাহ্‌, টিনটিন !...আবার আমাদের দেখা হল... ! মাদকপাচার, বন্দুকের চোরাচালান, বিদ্রোহে উসকানি... এবার তুমি সত্যিই বিপদে পড়েছ !

বিপদ কি... ? ভাবছি...
ঠিক আছে, হাত তুলে দিই...
দুম
দুম
দুম
আলো ! জলদি ! ওকে ধরেছি !
আম্মো ধরেছি ! ওকে ধরে রেখেছি !
?
?
ও নিশ্চয় এখানে কোথাও আছে... এক্ষুনি খুঁজে পেয়ে যাব !
এখানে নেই...
এখানেও নেই...
আমরা ওর পালানো বন্ধ করবই...
ঠিক কথাটা হল : পালানো বন্ধ করব !
গব... গব...
?
শব্দটা শুনলে ?
হ্যাঁ, মনে হল খুব কাছে...
?
?
গব... গব...
দুঃখিত, আর জলের নীচে থাকা যাচ্ছিল না !

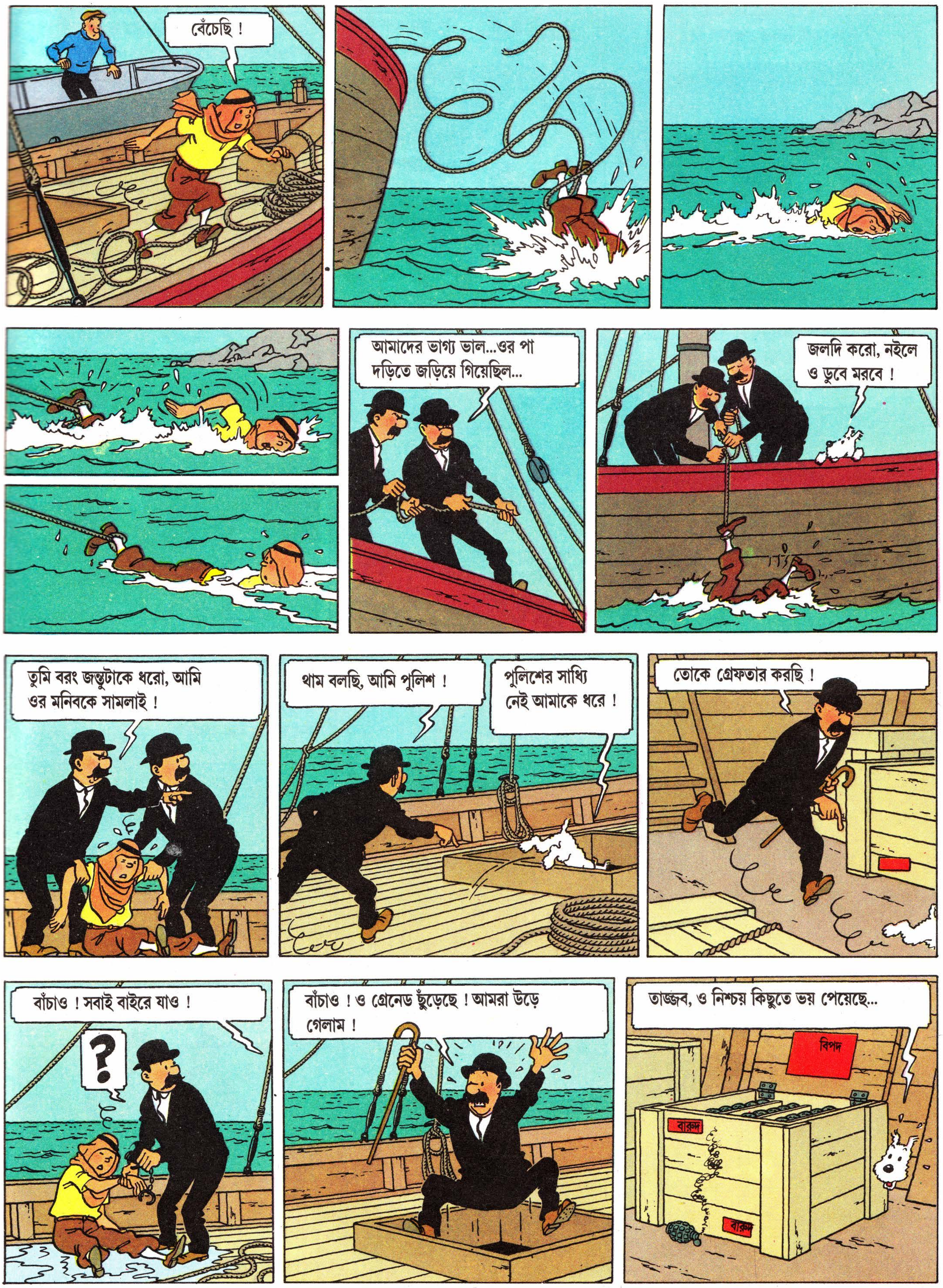
বেঁচেছি !
আমাদের ভাগ্য ভাল...ওর পা দড়িতে জড়িয়ে গিয়েছিল...
জলদি করো, নইলে ও ডুবে মরবে !
তুমি বরং জন্তুটাকে ধরো, আমি ওর মনিবকে সামলাই !
থাম বলছি, আমি পুলিশ !
পুলিশের সাধ্যি নেই আমাকে ধরে !
তোকে গ্রেফতার করছি !
বাঁচাও ! সবাই বাইরে যাও !
?
বাঁচাও ! ও গ্রেনেড ছুঁড়েছে ! আমরা উড়ে গেলাম !
তাজ্জব, ও নিশ্চয় কিছুতে ভয় পেয়েছে...
বিপদ
বারুদ
বারুদ

বিপদ !...শিকল কেটে দিন !... আমরা উড়ে যাচ্ছি !
এই রে !...টিনটিন !
ওহ্, ওর কথা ভুলে গিয়েছি !
ব্যাপার কী ! এসেই গ্রেফতার করল, তারপরেই খরগোশের মতো পালাল !
বেচারা টিনটিন...
হ্যাঁ...আচ্ছা, গ্রেনেড ফাটতে কি অনেক সময় লাগে ?
আমাদের ভাগ্য ভাল ওরা বারুদ ছাড়াই গ্রেনেড চালান দেয়...নইলে এতক্ষণ আমরা স্বর্গে যেতুম, কুট্টুস ।
পলতে কেটে গেছে ।
ওপর
চল কুট্টুস, আর এখানে থেকে কাজ নেই ।
আমরা কসমস তাঁবুর দিকে যাব । ঠিক জানি মিঃ রাস্তাপপুলস আমাদের সাহায্য করতে পারবেন ।
ওই যে তাঁবু । আমাদের শেষ অভিযানের কথা শুনলে উনি কী বলবেন তা-ই ভাবছি ।
আরে, এ যেন ঠিক ফিল্মের গল্প । যে কেউ ভাববে তোমাদের মেরে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল ।
পরদিন সকালে...
যাত্রা শুভ হোক !
বিদায় !...আর আপনাকে আবারও ধন্যবাদ !
এখনও বিস্ফোরণ হয়নি ।
ধৈর্য ধরো...দেরিতে ফাটবে...

সব ঠিকঠাক চললে কাল আমরা আবুদিন পৌঁছব। তবে জল খুব হিসেব করে খেতে হবে...
আমাদের পথে কোনও কুয়ো নেই। আর, জল না থাকলে মরুভূমিতে মৃত্যু নিশ্চিত।
দুম
দুম
শুয়ে পড়ো!
দুম
দুম
দুম
খুরের শব্দ!...ইচ্ছাকৃত হামলা?...
হ্যাঁ, তা-ই। লোকটা যে-ই হোক না কেন, গুলি ফসকেছে দেখেই পালিয়ে গেল।
আমার জলের বোতল!
গুলি গায়ে না লাগলেও জলের বোতলে লেগেছে...ফল প্রায় এক।
অনেক ঘণ্টা বাদে...
কুট্টুস, মরুদ্যান! আমাদের ভাগ্য ভাল!
বুঝলি, কখনও হতাশ হতে নেই।
!
বিপদ
সামনে মরীচিকা
কুট্টুস রে, ভয় হচ্ছে বড় তাড়াতাড়ি খুশি হয়ে উঠেছিলুম...

কুট্টুস ! আমরা বেঁচে গিয়েছি !
দ্যাখ ! এবার মরীচিকা নয় !
অবশেষে জল পাব !
আরে, দু'জন বেদুইন । ওদের কাছে জল চাইব...
ওরা !
ও !
অ্যাঁ !
আইন মোতাবেক...
বুদ্ধির ঢেঁকি ! তোমার কথায় এই রাতপোশাক না পরলে এভাবে হোঁচট খেয়ে পড়তুম না !
কী বুদ্ধি ! আরবের ছদ্মবেশ না পরলে ও আমাদের চিনতে পারত না !
এখনই ধরে ফেলব...ও ক্লান্ত...
ও ওখানে !
হ্যাঁ, ও-ই সে !
দমাস

মরেছে ! আমরা ভুল করেছি !
যথার্থ কথাটা হল : আমরাই একটা ভুল ।
চল, কুট্টুস । আশা ছাড়লে চলবে না ।
আমাদের সাহসে বুক বাঁধতে হবে...পিপাসায় মারা পড়লে...
ওই তো...নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছি... খেজুর গাছ...শহর...বলেছিলুম আশা ছাড়লে চলবে না...
জল, কুট্টুস, জল ! কী সৌভাগ্য !
এবং একটা শহর...আশা করা যাক এটা নিছক ফিল্মের সেট নয় !
আরে, এসব কী হচ্ছে ?
কী হচ্ছে ? আমাদের একজনকে জেলাবাবি উপজাতির দু'জন লোক বেদম ঠেঙিয়েছে ! যুদ্ধ হবে !
এই রে ! খুব খারাপ সময়ে এসেছি !
সাধারণ সেনা সমাবেশ
এই ! তুমি সিপাই ভর্তির অফিসে নাম লেখাতে যাওনি কেন ?
কেন ?
কেন ? কেন তা তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি ! আমি ! নায়েক আবু-বিন-দুন !

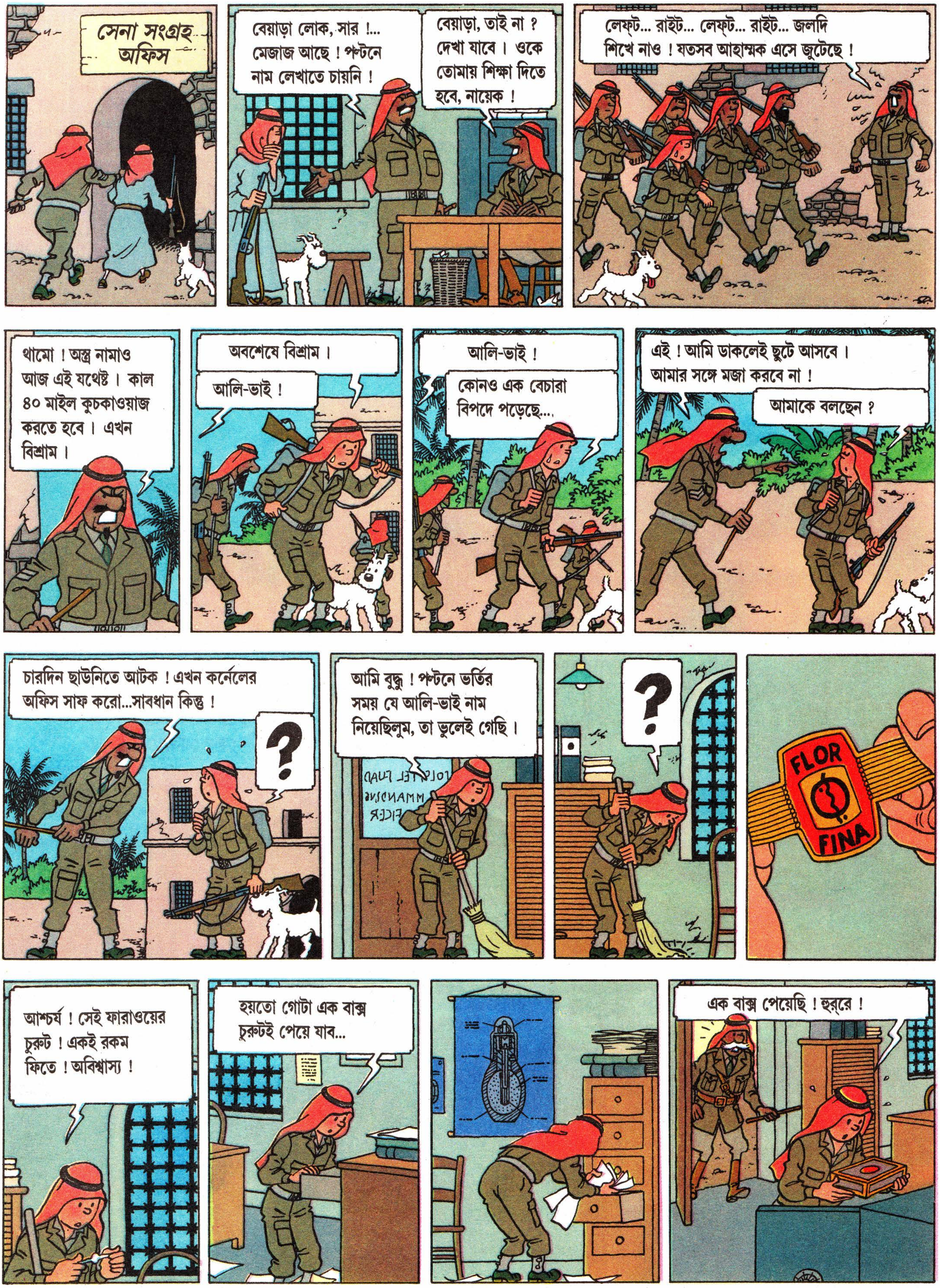

সেনা সংগ্রহ অফিস
বেয়াড়া লোক, সার !... মেজাজ আছে ! পল্টনে নাম লেখাতে চায়নি !
বেয়াড়া, তাই না ? দেখা যাবে । ওকে তোমায় শিক্ষা দিতে হবে, নায়েক !
লেফ্‌ট... রাইট... লেফ্‌ট... রাইট... জলদি শিখে নাও ! যতসব আহাম্মক এসে জুটেছে !
থামো ! অস্ত্র নামাও আজ এই যথেষ্ট । কাল ৪০ মাইল কুচকাওয়াজ করতে হবে । এখন বিশ্রাম ।
অবশেষে বিশ্রাম ।
আলি-ভাই !
আলি-ভাই !
কোনও এক বেচারা বিপদে পড়েছে....
এই ! আমি ডাকলেই ছুটে আসবে । আমার সঙ্গে মজা করবে না !
আমাকে বলছেন ?
চারদিন ছাউনিতে আটক ! এখন কর্নেলের অফিস সাফ করো...সাবধান কিন্তু !
?
আমি বুদ্ধু ! পল্টনে ভর্তির সময় যে আলি-ভাই নাম নিয়েছিলুম, তা ভুলেই গেছি ।
?
FLOR FINA
আশ্চর্য ! সেই ফারাওয়ের চুরুট ! একই রকম ফিতে ! অবিশ্বাস্য !
হয়তো গোটা এক বাক্স চুরুটই পেয়ে যাব...
এক বাক্স পেয়েছি ! হুর্‌রে !

গুপ্তচর ! রক্ষীকে ডাকো !
COLONEL FUAD
COMMANDIN
OFFICER
যাও, ওকে গ্রেফতার করে ঘরে তালা দিয়ে রেখে দাও !
এই আমার ভাগ্য ! ঠিক যখন রহস্যের কিনারা করতে যাচ্ছিলুম...
গুপ্তচরবৃত্তি...যুদ্ধের সময় ...এবার আমি সত্যিই বিপদে পড়েছি...
...আদালতের রায় হল—কাল সকালে সিপাই আলি-ভাইকে গুলি করে মারা হবে...শাস্তির কথা বন্দিকে জানিয়ে দেওয়া হোক !
আমাকে গুলি করে মারা হবে...কুট্টুস রে...এই তা হলে শেষ !
একটা চিঠি... "সাহস রাখো সাহায্য আসছে । জনৈক বন্ধু ।" জনৈক বন্ধু ?... এখানে ?...
পৃথিবীতে আমার শেষ দিন, যদি না...
টিনটিন !...টিনটিন !...
?
কে...তুমি কে ?
শশ্ !...এই নাও উখা । গরাদ কেটে ফ্যালো ।
জলদি করো ! ভোর হয়ে এল...
খসস খসস খসস
হয়ে গেছে !
জলদি এসো !
সময় নেই !
আসছি !
মুক্ত !
থামো ! নইলে গুলি করব !
!

হা ! আমাদের পাহারার সময় বদলের ফল হাতে-হাতে পেয়েছি, তাই না ?
সব ভেস্তে গেছে ! ও আবার ধরা পড়েছে !
সকাল...সব শেষ... আমার শেষ আশাও মিলিয়ে গেল...
আধঘন্টা বাদে...
সিপাইরা... নিশানা করো...
গুলি করো !
দুম
দুম
দুম
দুম
টিনটিন !
টিনটিন মরে গেছে ! ওরা তাকে খুন করেছে !
ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ওকে আমি চিনতে পেরেছিলুম। মহান প্রভু, আপনি ওর অন্তর্ধানের ওপর কত গুরুত্ব দেন তা জানতুম বলে ওর মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলুম। আজ সকালে দণ্ডাদেশ পালিত হয়েছে।
ভৌঔঔ ! আর ওকে দেখব না ! ভৌঔঔ ! আমি এখানে থেকে ওর কবরের ওপরেই মরব...
আলি-ভাই
গুপ্তচর
সেই রাত্রে...
খবর ভাল...সব ব্যবস্থা করা আছে...তুমি এখন ওখানে যেতে পারো।
বেশ ! এই তোমার পুরস্কার। প্রাণের মায়া করলে মুখ খুলবে না...
কয়েক মিনিট বাদে...

এই সেই জায়গা...এবার কাজ শুরু করতে হবে !
আলি-ভাই গুপ্তচর
ভৌ ! ভৌ ! ভৌ !
চুপ ! আমি তোর মনিবকে বাঁচাতে এসেছি !
মনিবকে বাঁচাতে ?
আলি-ভাই গুপ্তচর
টিনটিন ?... টিনটিন ?... তুমি এখানে আছ তো ?
হ্যাঁ ।
?
আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, ম্যাডাম । আমি কখনও...
এসো ।
কোথায় ?
প্রশ্ন নয়... আমার সঙ্গে এসো ।
পৌঁছে গিয়েছি ।
ভেতরে এসো, জলদি ।
আপনারা দুই ভদ্রমহিলা আমার জন্য যা করলেন তা কোনওদিন ভুলব না । গুলি করার আগে সার্জেন্ট বলেছিল রাইফেলের টোটা ফাঁকা । গুলি ছুড়লে আমি পড়ে গিয়ে মরে যাওয়ার ভান করি । ও যা বলেছিল তা-ই করি এবং বেঁচে যাই...কিন্তু আপনারা... ? এবং আমাকে বাঁচালেন কেন... ?
আমরা ? ভাল করে তাকিয়ে দ্যাখো !
তোমরা !
হ্যাঁ, আমরা ! আমাদের প্রাণ দিয়েও তোমাকে বাঁচাতুম !
কিন্তু কেন ? তোমরা আমাকে বাঁচালে কেন ?
উত্তর সহজ ! আমরা মাদক পাচারকারি এবং বন্দুকের চোরাচালানকারি টিনটিনকে গ্রেফতারের হুকুম পেয়েছি । হুকুম হুকুমই । এটাই কারণ !
ঠক
ঠক
ঠক
?

খোলো ! জলদি খোলো ! আমরা কবর খুঁড়তে গিয়েছিলুম !
সব বৃথা ! কেউ বেইমানি করেছে ! সিপাইরা আসছে ! আমাদের কচুকাটা করবে !
এটা !...দরজা ভেঙে ফ্যালো !
দ্যাখো...ওরা ছাদের ওপর দিয়ে পালিয়েছে !
হ্যাঁ, আর মইটা ওরা নিয়ে গেছে !
রাস্তা দিয়ে ছোটো ! ওদের ধরে ফেলব !
উহ্...ওরা চলে গেছে... এবার তা হলে...
আমরা ছুটি ! এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা যাবে না !
অ্যাঁ ! এটা তো সেই মরা গুপ্তচরটা ! অ্যালার্ম বাজিয়ে দাও !
রাজদ্রোহ !...খুন !...ওকে মেরে ফ্যালো !

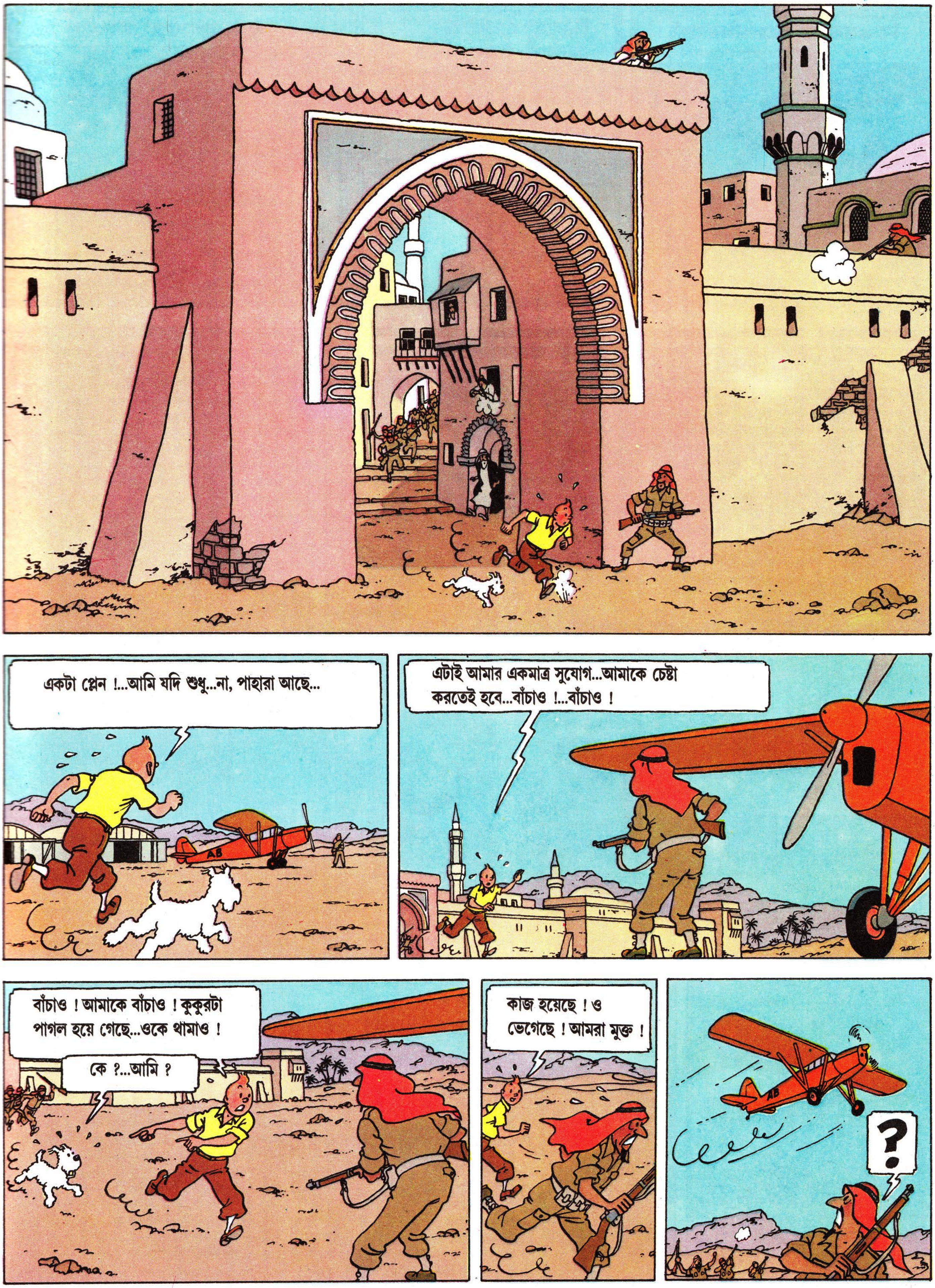
একটা প্লেন !...আমি যদি শুধু...না, পাহারা আছে...
এটাই আমার একমাত্র সুযোগ...আমাকে চেষ্টা করতেই হবে...বাঁচাও !...বাঁচাও !
বাঁচাও ! আমাকে বাঁচাও ! কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে...ওকে থামাও !
কে ?...আমি ?
কাজ হয়েছে ! ও ভেগেছে ! আমরা মুক্ত !
?

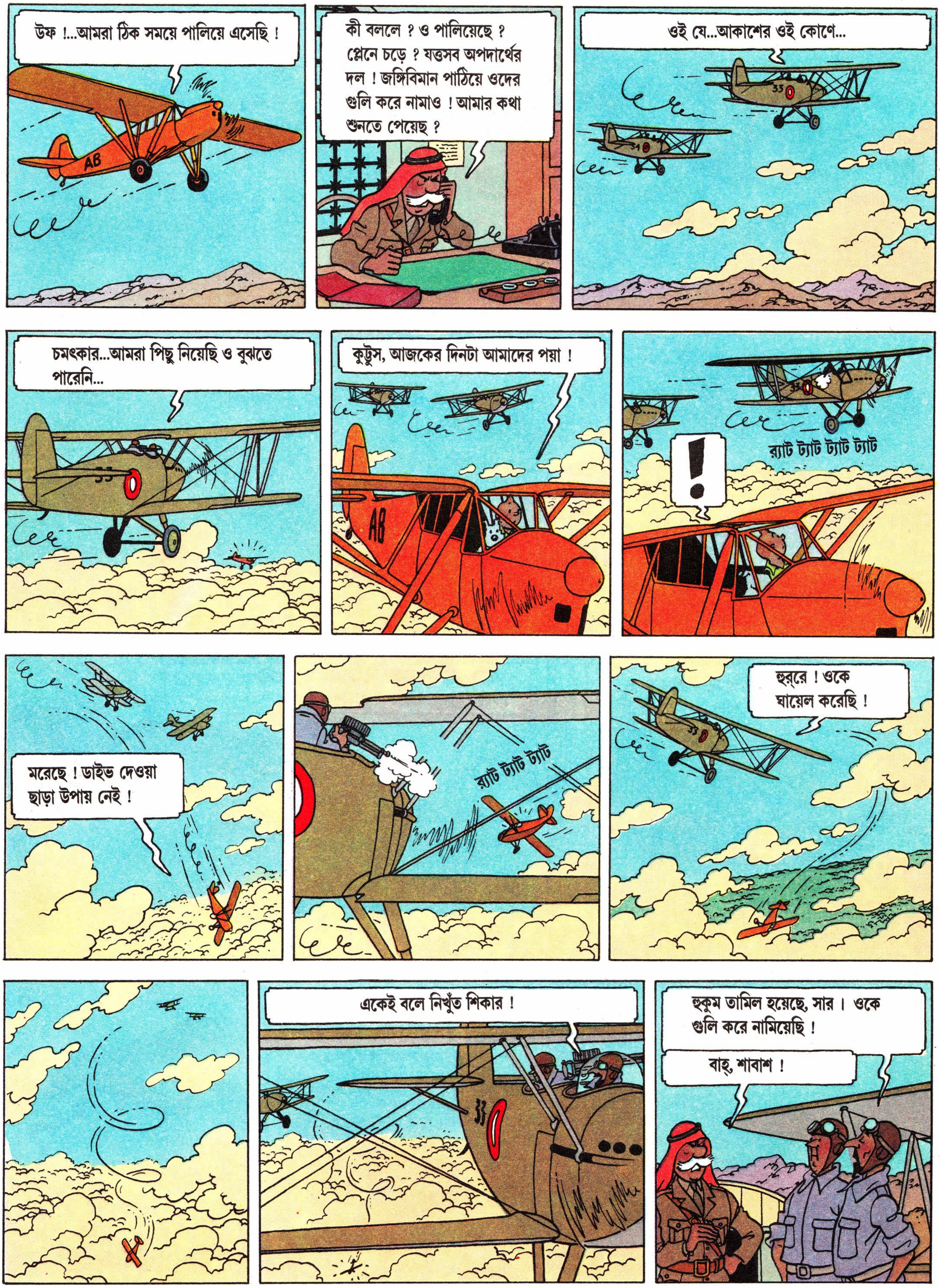
উফ !...আমরা ঠিক সময়ে পালিয়ে এসেছি !
কী বললে ? ও পালিয়েছে ? প্লেনে চড়ে ? যত্তসব অপদার্থের দল ! জঙ্গিবিমান পাঠিয়ে ওদের গুলি করে নামাও ! আমার কথা শুনতে পেয়েছ ?
ওই যে...আকাশের ওই কোণে...
চমৎকার...আমরা পিছু নিয়েছি ও বুঝতে পারেনি...
কুট্টুস, আজকের দিনটা আমাদের পয়া !
!
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট ট্যাট
মরেছে ! ডাইভ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই !
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
হুর্‌রে ! ওকে ঘায়েল করেছি !
একেই বলে নিখুঁত শিকার !
হুকুম তামিল হয়েছে, সার। ওকে গুলি করে নামিয়েছি !
বাহ্, শাবাশ !

এটা পুরনো ধোঁকা, কুট্টুস । পাক খেয়ে পড়ে যাওয়ার ভান করে মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাও । তবে আমাদের বিপদ এখনও কাটেনি...তেল ফুরিয়ে আসছে ।
!
এই বনের মধ্যে প্লেন নামবার জায়গা পাব এমন আশা করি না...
AB
কোনও ফাঁকা জায়গাও দেখতে পাচ্ছি না... আর কতক্ষণ...
সর্বনাশ ! এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে ! তেল নেই !
শক্ত করে ধরে থাক, কুট্টুস... আমরা নামছি !
ক্র্যাক
ফার্স্ট এইডের বাক্স ! এখন আমার দরকার একটা বই, যাতে সব নির্দেশ আছে ।
গৃহচিকিৎসা

আর-কিছু আছে ?
ভাবছি আমরা কোথায় এলুম । নিশ্চয় ভারতবর্ষের কোথাও, কিন্তু সঠিক বলা অসম্ভব ।
!
তোমার ভয় নেই । কুট্টুসের দয়ার শরীর । মাছিকেও মারে না ।
ভৌ ! ভৌ !
আরে, তোমার অসুখ করেছে, গায়ে জ্বর...রোসো, আমার কাছে ঠিক ওষুধটি আছে...
ওর চাই বড় একদাগ কুইনিন...
গোটা একটা টিউব । তাতেই হয়ে যাবে ।
নাও, গিলে ফ্যালো ।
নিমেষে আরোগ্য ।
এই ! ছটফট কোরো না ।
আমাকে নামিয়ে দাও...এখনই !
ও আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?
?

হাতিভাইরা, শোনো। এই বাচ্চা মানুষটা আমার জ্বর সারিয়ে দিয়েছে।
মনে হয় ওরা কিছু পরামর্শ করছে। এই ফাঁকে পালিয়ে যাই।
কঁঅঅআ ! কঁঅঅঅ ! বাচ্চা মানুষ থামো। তোমাকে আমাদের সঙ্গে থাকতেই হবে... তুমি আমাদের ডাক্তার।
কয়েকদিন বাদে...
বুঝলি কুট্টুস, হাতিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় শিঙে বাজানোর মতো শব্দ করে। আমি ওদের কথা শুনে যাচ্ছি...
মনে হয় ওদের ভাষা কিছুটা শিখতে পারব, ওরা কী বলে বুঝতে পারব। দরকার শুধু একটা শিঙে। সেটাই বানাচ্ছি।
তেমন কঠিন নয়। সোল-লা-টে ডো মানে 'হ্যাঁ'। ডো-টে-লা-সোল মানে 'না'। 'আমি জল খাব' হবে 'সোল-সোল-ফা-ফা' সমস্যা হল উচ্চারণভঙ্গি...
উফ ! ঘেমে গিয়েছি ! চেষ্টা করে দেখছি না কেন...
ও কি বুঝেছে ?
ও ফিরে আসছে ! হুররে, আমি হাতির ভাষা শিখেছি !
এখানে থাকো। আমি একটু হেঁটে বেড়াতে যাচ্ছি।
চারদিক একটু খুঁজে দেখা দরকার।
!
কি-ওসখ্। সেই চিহ্ন, এখানে !... ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য !!

এই চিহ্নটা কে আঁকতে পারে ?
সে ছিল এক আরবের লোক
?
এ অসম্ভব !
ডক্টর সার্কোফেগাস !
ডক্টর ! হেল্লো ! আপনি এখানে কী করে এলেন ?
কফিনে ভেসে যাওয়ার পর থেকে যা-যা ঘটেছে, সব আমাকে বলুন...
শশ্ ! আস্তে কথা বলো !
বলব । কিন্তু কথা দাও সব গোপন রাখবে ।
নিশ্চয়...এবার বলুন...
তোমাকে গোপনে বলছি...আমি ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস !
লা...লা... ! কাউকে বোলো না...কেউ জানে না... আমি ছদ্মবেশে ঘুরছি ।
বেচারা ডক্টর সার্কোফেগাস...বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন । সুস্থ না হলে ওঁর কাছ থেকে কোনও কথা জানা যাবে না । কিন্তু ডাক্তার কোথায় পাব ?
কোথায় ?...আরে ! কাজটা সহজ !
যখন ছোট ছিলুম, আমিও পিয়ানো বাজাতুম...

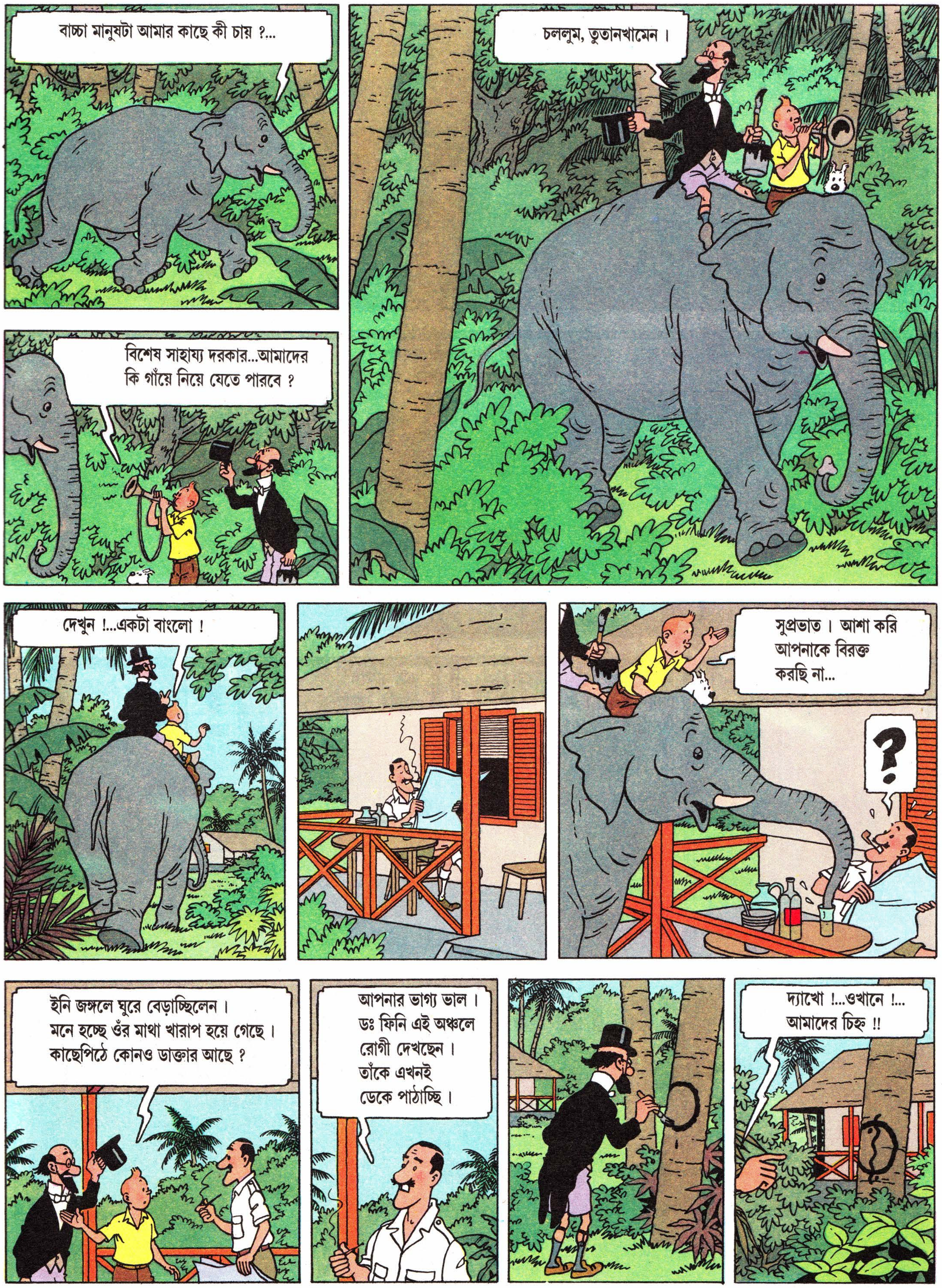
বাচ্চা মানুষটা আমার কাছে কী চায় ?...
বিশেষ সাহায্য দরকার...আমাদের কি গাঁয়ে নিয়ে যেতে পারবে ?
চললুম, তুতানখামেন।
দেখুন !...একটা বাংলো !
সুপ্রভাত। আশা করি আপনাকে বিরক্ত করছি না...
?
ইনি জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। মনে হচ্ছে ওঁর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কাছেপিঠে কোনও ডাক্তার আছে ?
আপনার ভাগ্য ভাল। ডঃ ফিনি এই অঞ্চলে রোগী দেখছেন। তাঁকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি।
দ্যাখো !...ওখানে !... আমাদের চিহ্ন !!

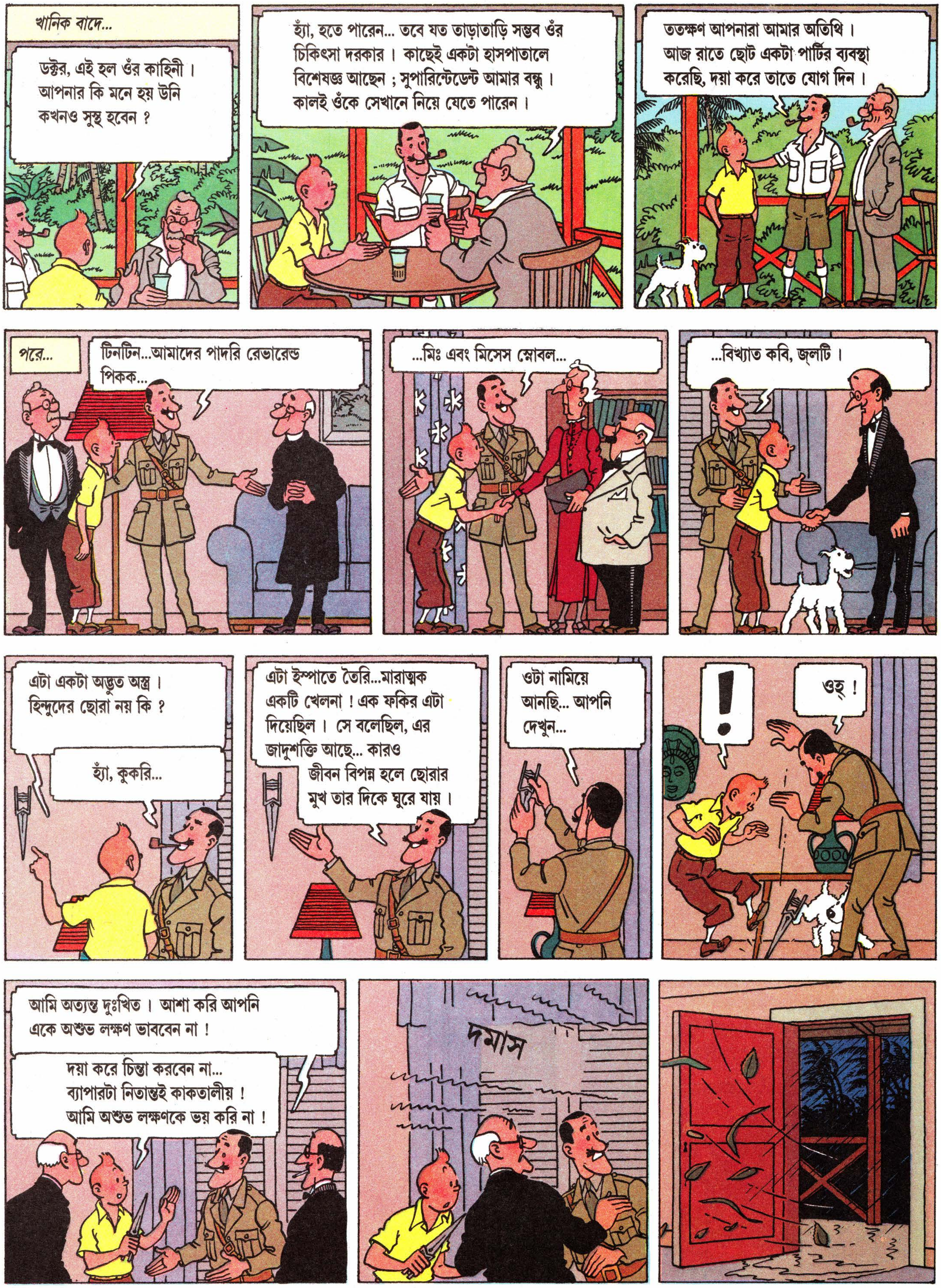
খানিক বাদে...
ডক্টর, এই হল ওঁর কাহিনী। আপনার কি মনে হয় উনি কখনও সুস্থ হবেন ?
হ্যাঁ, হতে পারেন... তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁর চিকিৎসা দরকার। কাছেই একটা হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ আছেন ; সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমার বন্ধু। কালই ওঁকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন।
ততক্ষণ আপনারা আমার অতিথি। আজ রাতে ছোট একটা পার্টির ব্যবস্থা করেছি, দয়া করে তাতে যোগ দিন।
পরে...
টিনটিন...আমাদের পাদরি রেভারেন্ড পিকক...
...মিঃ এবং মিসেস স্নোবল...
...বিখ্যাত কবি, জল্টি।
এটা একটা অদ্ভুত অস্ত্র। হিন্দুদের ছোরা নয় কি ?
হ্যাঁ, কুকরি...
এটা ইস্পাতে তৈরি...মারাত্মক একটি খেলনা ! এক ফকির এটা দিয়েছিল। সে বলেছিল, এর জাদুশক্তি আছে... কারও জীবন বিপন্ন হলে ছোরার মুখ তার দিকে ঘুরে যায়।
ওটা নামিয়ে আনছি... আপনি দেখুন...
!
ওহ্ !
আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করি আপনি একে অশুভ লক্ষণ ভাববেন না !
দয়া করে চিন্তা করবেন না... ব্যাপারটা নিতান্তই কাকতালীয় ! আমি অশুভ লক্ষণকে ভয় করি না !
দমাস

ভয় পাবেন না, হাওয়া । মনে হয় ঝড় আসছে ।
আ আ আ আ
শিগ্‌গির !...ওপরে ! ...মনে হল ডক্টর সার্কোফেগাস ।
ঘর ফাঁকা !! নিশ্চয়ই জানলা দিয়ে পড়ে গেছেন ।
বাঁচাও ! ...বাঁচাও !
আমার স্ত্রী ! ...আমার স্ত্রীর গলা !
ওওহ্ !
ঘরে ঢুকতেই উনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন...
কেউ নেই !
ওহ্ !...ওহ্ ! ভয়ঙ্কর ব্যাপার... ভূত... আমি ভূত দেখেছি !
ছোরাটা নেই !... দেখুন ! ওটা এই টেবিলেই ছিল...
সাহেব ! হুজুর ! ভূত এসেছে ! আমি দেখেছি...গায়ে শাদা কুর্তা...জঙ্গলে গেল !
এই প্রথম শুনলুম ভূত ছোরা নিয়ে পালায় !... যা-ই হোক, এই রাতে ওর পেছনে ছুটে লাভ নেই । কাল সকালে খুঁজে দেখব ।

পরদিন সকালে...
খোকা সাহেব সকালে জঙ্গলে গেছেন।
কুট্টুস, পায়ের ছাপটা যেন হারিয়ে ফেলিস না...
দ্যাখ !... ওই যে ওঁর টুপি !
হ্যাঁ, এটা নিশ্চয় ওঁর। উনি নিশ্চয় কাছেপিঠে আছেন...
কেমন দেখাচ্ছে, কুট্টুস ? দারুণ, তাই না ?
বাঁচাও !...উনি খেপে গেছেন !
ভাগ্যিস ওঁর হাত লতায় জড়িয়ে গিয়েছিল... না হলে...
?

ধরেছি !... বেড়ে ভূত তো আপনি !
!
আমার ছোরা...বুউউ...আমি ওটা চাই... আমার ছোরা ফেরত দাও...
না, পাবেন না !
ছিঃ, সোফোক্লিস ! আপনার কি ছেলেমানুষির বয়েস আছে !
এবার বলুন আমাকে খুন করতে চেয়েছিলেন কেন ? বলুন, জবাব দিন !
আ-আমি নই...সেই চোখ...
চোখ ?... কোন চোখ ?
কোন চোখ ?... কোন চোখ ? হ্যাঁ ! এবার মনে পড়েছে...
সুন্দর দুটি কালো চোখ...
দ্বিতীয় রামেসিস, যেখানে চোখ দেখেছিলে এখনই সেখানে ফিরে যাও !...যাও বলছি !...
ওঁর পিছু নিলে হয়তো ব্যাপারটা কী জানতে পারব ।
ওহ্ ! সেই চোখ !
কী হল ?...টিনটিন কি মরে গেছে ? বলুন !
না, আমি ওকে খুন করি সেটা ওর পছন্দ হয়নি...
বুদ্ধু ! আমার বোঝা উচিত ছিল... যাক গে, আমি কবিকে কাজে লাগাব...ওর বেলায় আর সম্মোহনের দরকার হবে না...
হাত তোলো !...ঝটপট !
তুমি...অ্যাঁ, সেই চোখ !
বাহ্ ! তুমি আমার বশে !

তা হলে ! তুমি আমাকে বাধা দিতে পারছ না !
দূর ছাই ! ছোট্ট এই খেলনা-পিস্তল !
!
দুম !
?
!
হেইও ! কী মজার খেলা ! দুম-দুম !
দুষ্টু কোথাকার, তোমাকে গুলি করব !
দুম
উফ ! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! ...নিতান্তই একটা প্রজাপতি !
দুম-দুম ফুরিয়ে গেছে !
যাকগে, চলুন আমরা যাই ।
ফকির পালিয়ে গেছে...ওর পেছনে ছুটে লাভ নেই...কবির দিকে মন দেওয়া যাক...উনি নিশ্চয়ই জলটির কথা বলছেন...
কয়েক মিনিট বাদে...
খোলাখুলি কথা বলা যাক, মিঃ জলটি । কেউ আমাকে খুন করতে চাইছে । আর এ-সম্পর্কে আপনি যা জানেন আমাকে খুলে বলতে হবে...
আমি ?...কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না...
আপনি মিথ্যে কথা বলছেন ! বলুন, এবং শিগ্‌গির চলুন !
নইলে... দুম !
দাঁড়াও !...আমি... হ্যাঁ...
আমি বেশি কিছু জানি না...একটা আন্তর্জাতিক মাদকপাচারকারি দল আছে... ওরা তোমাকে খুন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ...
আর আপনি সেই দলের এক সদস্য ?
হ্যাঁ... । না...মানে...এখানে দলের একটা শাখা আছে...তোমাকে চিনতে পেরে কেউ বসকে খবর দিয়েছে...
বসটি কে ?

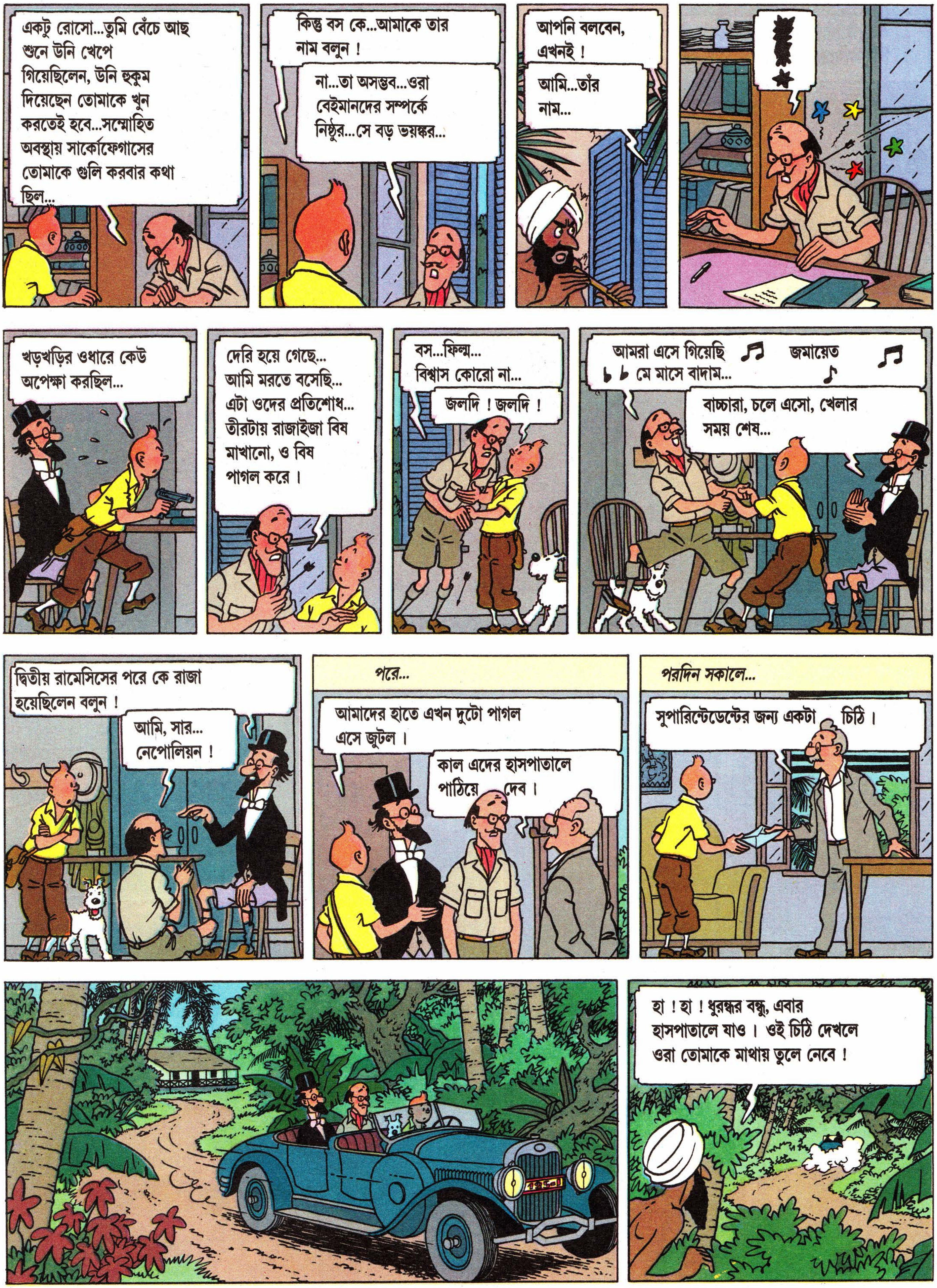
একটু রোসো...তুমি বেঁচে আছ শুনে উনি খেপে গিয়েছিলেন, উনি হুকুম দিয়েছেন তোমাকে খুন করতেই হবে...সম্মোহিত অবস্থায় সার্কোফেগাসের তোমাকে গুলি করবার কথা ছিল...
কিন্তু বস কে...আমাকে তার নাম বলুন !
না...তা অসম্ভব...ওরা বেইমানদের সম্পর্কে নিষ্ঠুর...সে বড় ভয়ঙ্কর...
আপনি বলবেন, এখনই !
আমি...তাঁর নাম...
খড়খড়ির ওধারে কেউ অপেক্ষা করছিল...
দেরি হয়ে গেছে... আমি মরতে বসেছি... এটা ওদের প্রতিশোধ... তীরটায় রাজাইজা বিষ মাখানো, ও বিষ পাগল করে ।
বস...ফিল্ম... বিশ্বাস কোরো না...
জলদি ! জলদি !
আমরা এসে গিয়েছি জমায়েত মে মাসে বাদাম...
বাচ্চারা, চলে এসো, খেলার সময় শেষ...
দ্বিতীয় রামেসিসের পরে কে রাজা হয়েছিলেন বলুন !
আমি, সার... নেপোলিয়ন !
পরে...
আমাদের হাতে এখন দুটো পাগল এসে জুটল ।
কাল এদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেব ।
পরদিন সকালে...
সুপারিন্টেডেন্টের জন্য একটা চিঠি ।
হা ! হা ! ধুরন্ধর বন্ধু, এবার হাসপাতালে যাও । ওই চিঠি দেখলে ওরা তোমাকে মাথায় তুলে নেবে !

এই দুটি রোগী সম্পর্কে ডঃ ফিনি একটা চিঠি দিয়েছেন।
হুম...হ্যাঁ... আচ্ছা... ঠিকই তো...
আরদালি, এই দুই ভদ্রলোকের দেখাশোনা করো...
আমার সঙ্গে একটু আসবেন ?... কিছু নিয়মকানুন...
নিশ্চয় !
ভয়ের কিছু নেই। ওরা খুব শান্ত।
আপনার হতভাগ্য বন্ধুদের চিকিৎসা—এই রকম ওয়ার্ডেই হবে।
দড়াম
?
"ও নিজেই আপনাকে এই চিঠিটা দেবে, বলবে চিঠিটা ওর দুই বন্ধু সম্পর্কে..."
"...ও খুব বিপজ্জনক। ওকে ধোঁকা দিয়ে সেলে ঢোকাবেন, জোর করে নয়। ও নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে দাবি করতে থাকবে..."
আপনাদের হতভাগ্য বন্ধুর সেবাযত্নের ত্রুটি হবে না।
আপনার ওপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে।
বিদায়, মশাইরা।
জন্মদিনের শুভেচ্ছা, দিদিমণি !
হ্যালো...হ্যাঁ, বস। আমি ডাক্তারের লেখা নকল করে আর-একটা চিঠি ভরে দিয়েছি... তাতে লিখছি টিনটিন নিজেই পাগল, অন্যরা নয়... আর...

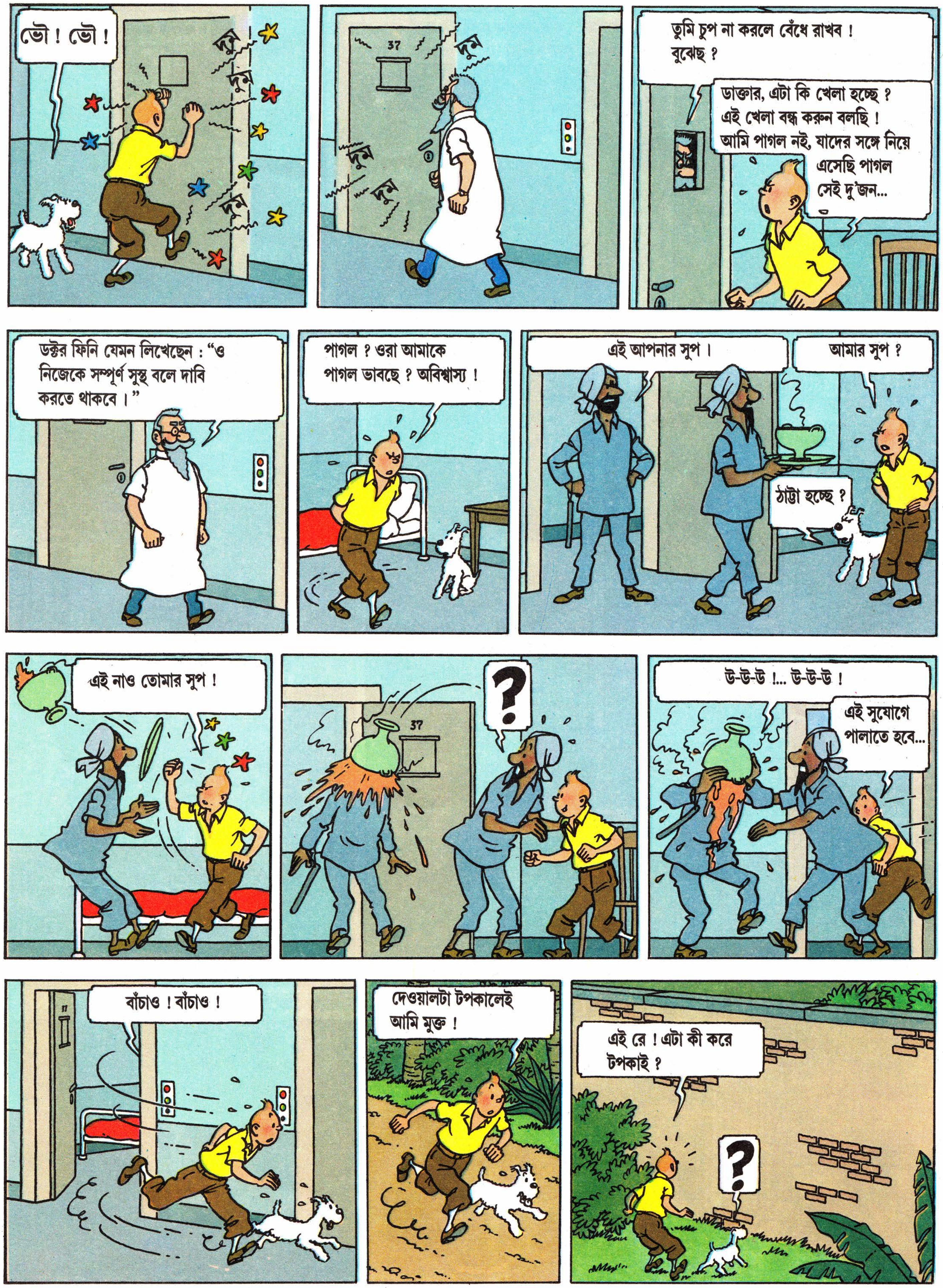
ভৌ ! ভৌ !
দুম
দুম
দুম
দুম
দুম
দুম
তুমি চুপ না করলে বেঁধে রাখব ! বুঝেছ ?
ডাক্তার, এটা কি খেলা হচ্ছে ? এই খেলা বন্ধ করুন বলছি ! আমি পাগল নই, যাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছি পাগল সেই দু'জন...
ডক্টর ফিনি যেমন লিখেছেন : "ও নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলে দাবি করতে থাকবে ।"
পাগল ? ওরা আমাকে পাগল ভাবছে ? অবিশ্বাস্য !
এই আপনার সুপ ।
আমার সুপ ?
ঠাট্টা হচ্ছে ?
এই নাও তোমার সুপ !
?
উ-উ-উ !... উ-উ-উ !
এই সুযোগে পালাতে হবে...
বাঁচাও ! বাঁচাও !
দেওয়ালটা টপকালেই আমি মুক্ত !
এই রে ! এটা কী করে টপকাই ?
?

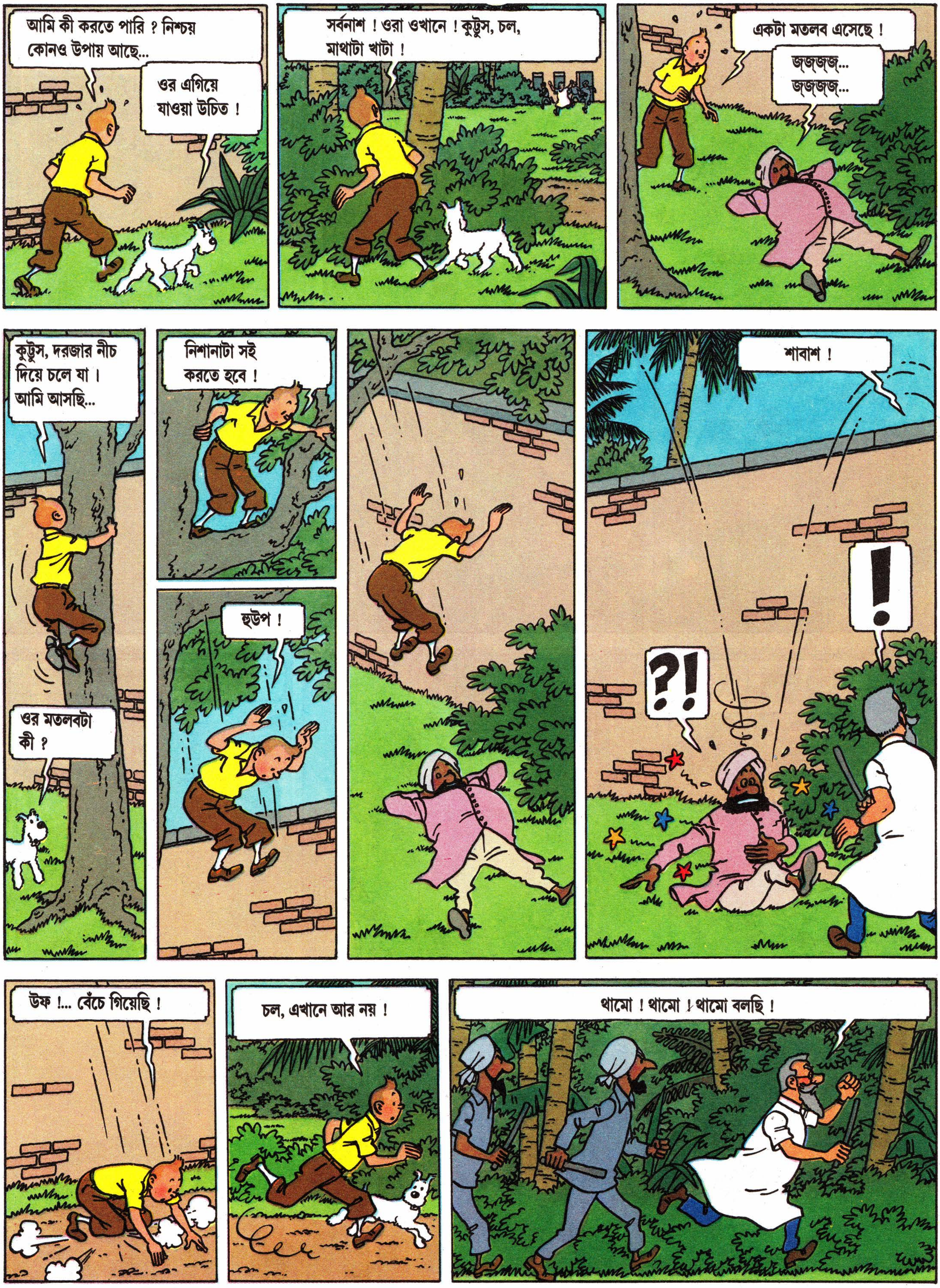

আমি কী করতে পারি ? নিশ্চয় কোনও উপায় আছে...
ওর এগিয়ে যাওয়া উচিত !
সর্বনাশ ! ওরা ওখানে ! কুট্টুস, চল, মাথাটা খাটা !
একটা মতলব এসেছে !
জ্জ্জ্জ... জ্জ্জ্জ...
কুট্টুস, দরজার নীচ দিয়ে চলে যা ! আমি আসছি...
ওর মতলবটা কী ?
নিশানাটা সই করতে হবে !
হুউপ !
শাবাশ !
?!
!
উফ !... বেঁচে গিয়েছি !
চল, এখানে আর নয় !
থামো ! থামো ! থামো বলছি !

সর্বনাশ ! আমার পালাবার পথ বন্ধ !
আমাকে লাফ দিয়ে ট্রেনে উঠতে হবে । থামলেই মৃত্যু ! হেঁইও...
এই, একটু দাঁড়াও !
যাচ্চলে ! ও পালিয়েছে !
ভৌ ! ভৌ !
অবশেষে নিরাপদ ! আশা করা যাক কুট্টুস রেললাইন ধরে চলে আসবে । আমি যত তাড়াতাড়ি পারি নেমে পড়ব ।
কী আশ্চর্য, আবার চাঁদবদনের দেখা পেলাম ! তোমাকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলুম !
যথার্থ কথাটা হল : আমরা একেবারে মানসম্মান হারিয়ে ফেলেছিলুম !
আর কখনও ওর দেখা পাব না...
? ? ?
আমি ওকে ধরেছি !
আম্মো !
হায় ভগবান ! এ তো দেখছি টিকিট কালেক্টর !
যথার্থ কথাটা হল : আমরা একটা টিকিট পেয়েছি !
ও বেশি দূর যেতে পারেনি ।
আমরা বেশি কাহিল হইনি ।
হেল্লো ? জামজা... স্টেশন ? আমাদের এক রোগী ট্রেনে চেপে পালিয়েছে...ট্রেনটা ওই দিকে যাচ্ছে । ওর বর্ণনা দিচ্ছি...

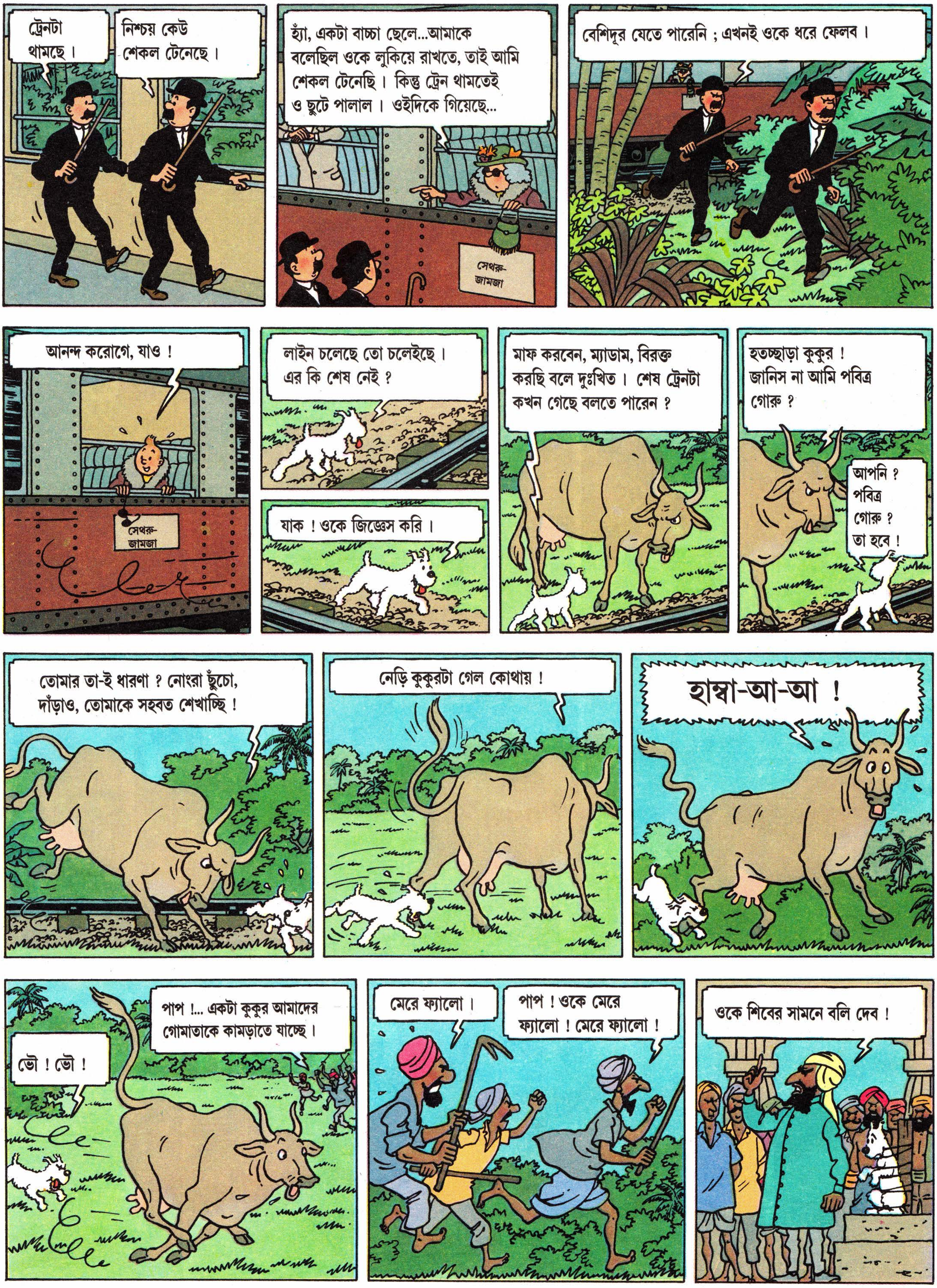
ট্রেনটা থামছে।
নিশ্চয় কেউ শেকল টেনেছে।
হ্যাঁ, একটা বাচ্চা ছেলে...আমাকে বলেছিল ওকে লুকিয়ে রাখতে, তাই আমি শেকল টেনেছি। কিন্তু ট্রেন থামতেই ও ছুটে পালাল। ওইদিকে গিয়েছে...
সেথরু-জামজা
বেশিদূর যেতে পারেনি ; এখনই ওকে ধরে ফেলব।
আনন্দ করোগে, যাও !
সেথরু-জামজা
লাইন চলেছে তো চলেইছে। এর কি শেষ নেই ?
যাক ! ওকে জিজ্ঞেস করি।
মাফ করবেন, ম্যাডাম, বিরক্ত করছি বলে দুঃখিত। শেষ ট্রেনটা কখন গেছে বলতে পারেন ?
হতচ্ছাড়া কুকুর ! জানিস না আমি পবিত্র গোরু ?
আপনি ? পবিত্র গোরু ? তা হবে !
তোমার তা-ই ধারণা ? নোংরা ছুঁচো, দাঁড়াও, তোমাকে সহবত শেখাচ্ছি !
নেড়ি কুকুরটা গেল কোথায় !
হাম্বা-আ-আ !
পাপ !... একটা কুকুর আমাদের গোমাতাকে কামড়াতে যাচ্ছে।
ভৌ ! ভৌ !
মেরে ফ্যালো।
পাপ ! ওকে মেরে ফ্যালো ! মেরে ফ্যালো !
ওকে শিবের সামনে বলি দেব !

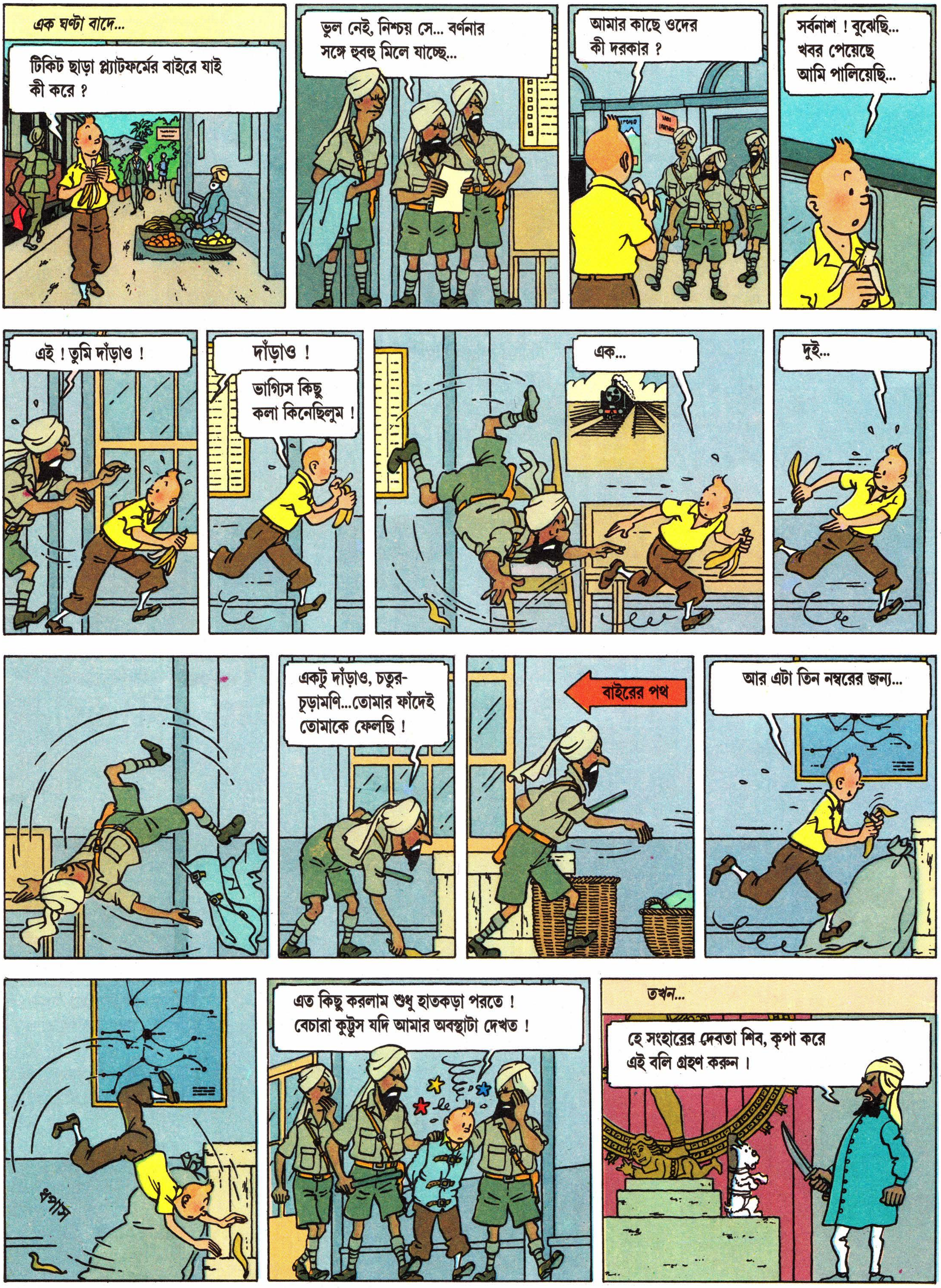

এক ঘণ্টা বাদে...
টিকিট ছাড়া প্ল্যাটফর্মের বাইরে যাই কী করে ?
ভুল নেই, নিশ্চয় সে... বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে...
আমার কাছে ওদের কী দরকার ?
সর্বনাশ ! বুঝেছি... খবর পেয়েছে আমি পালিয়েছি...
এই ! তুমি দাঁড়াও !
দাঁড়াও !
ভাগ্যিস কিছু কলা কিনেছিলুম !
এক...
দুই...
একটু দাঁড়াও, চতুর-চূড়ামণি...তোমার ফাঁদেই তোমাকে ফেলছি !
বাইরের পথ
আর এটা তিন নম্বরের জন্য...
ধপাস
এত কিছু করলাম শুধু হাতকড়া পরতে ! বেচারা কুট্টুস যদি আমার অবস্থাটা দেখত !
তখন...
হে সংহারের দেবতা শিব, কৃপা করে এই বলি গ্রহণ করুন ।

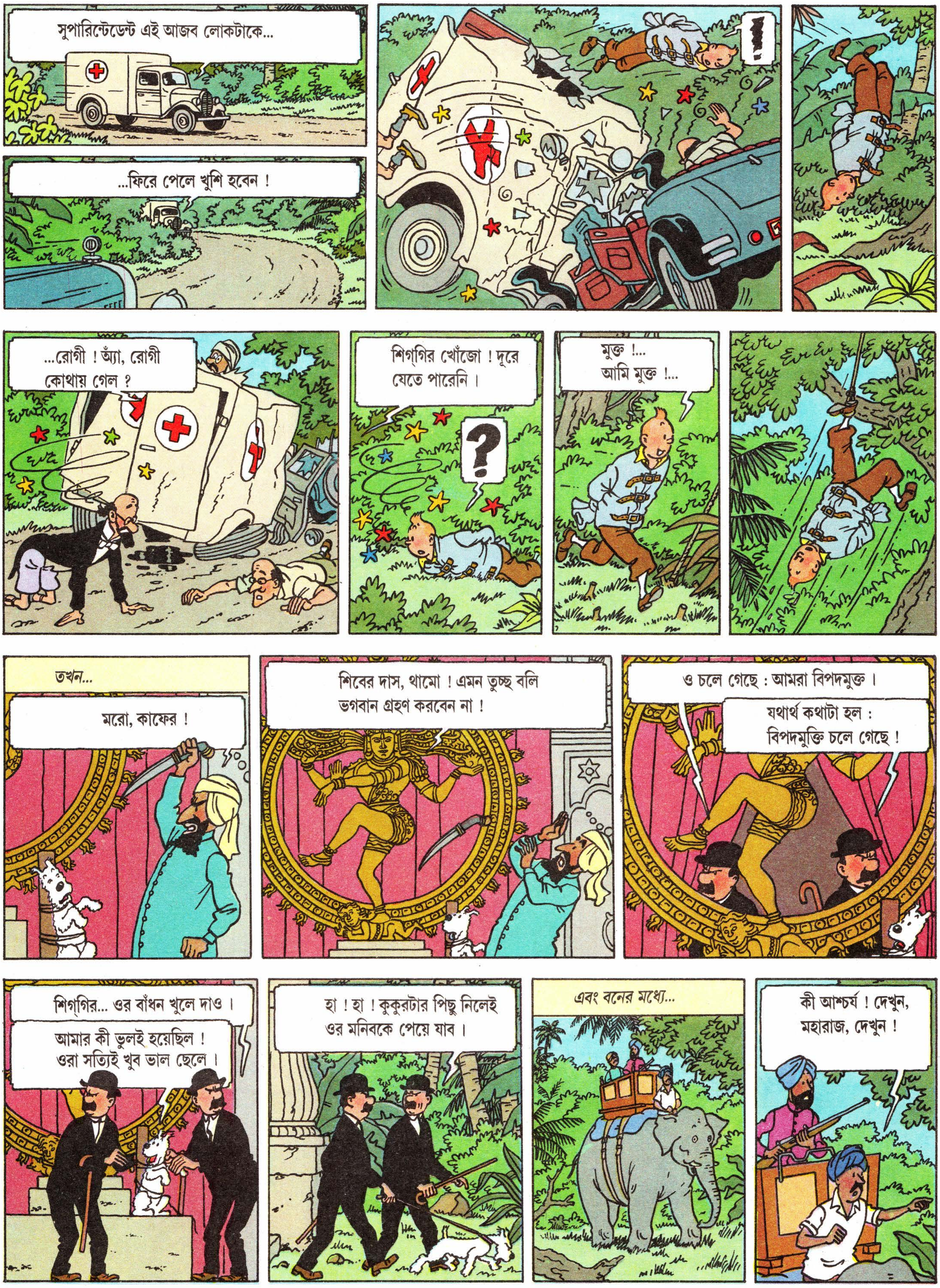

সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই আজব লোকটাকে...
...ফিরে পেলে খুশি হবেন !
...রোগী ! অ্যাঁ, রোগী কোথায় গেল ?
শিগ্‌গির খোঁজো ! দূরে যেতে পারেনি ।
?
মুক্ত !... আমি মুক্ত !...
তখন...
মরো, কাফের !
শিবের দাস, থামো ! এমন তুচ্ছ বলি ভগবান গ্রহণ করবেন না !
ও চলে গেছে : আমরা বিপদমুক্ত ।
যথার্থ কথাটা হল : বিপদমুক্তি চলে গেছে !
শিগ্‌গির... ওর বাঁধন খুলে দাও ।
আমার কী ভুলই হয়েছিল ! ওরা সত্যিই খুব ভাল ছেলে !
হা ! হা ! কুকুরটার পিছু নিলেই ওর মনিবকে পেয়ে যাব ।
এবং বনের মধ্যে...
কী আশ্চর্য ! দেখুন, মহারাজ, দেখুন !

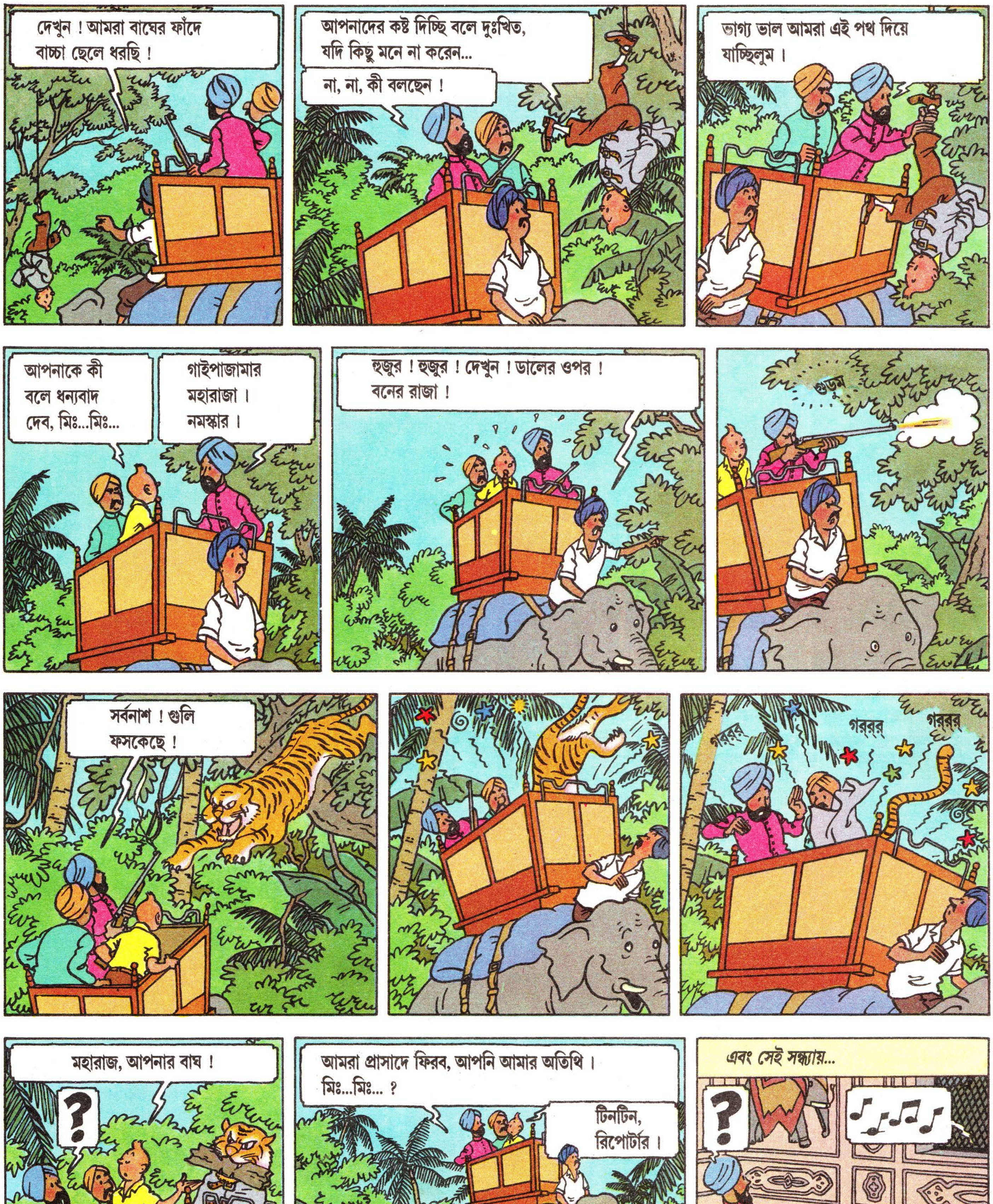
দেখুন ! আমরা বাঘের ফাঁদে বাচ্চা ছেলে ধরছি !
আপনাদের কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত, যদি কিছু মনে না করেন...
না, না, কী বলছেন !
ভাগ্য ভাল আমরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম ।
আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব, মিঃ...মিঃ...
গাইপাজামার মহারাজা । নমস্কার ।
হুজুর ! হুজুর ! দেখুন ! ডালের ওপর ! বনের রাজা !
গুড়ুম
সর্বনাশ ! গুলি ফসকেছে !
গর্র্র্
গর্র্র্
গর্র্র্
মহারাজ, আপনার বাঘ !
?
আমরা প্রাসাদে ফিরব, আপনি আমার অতিথি । মিঃ...মিঃ... ?
টিনটিন, রিপোর্টার ।
এবং সেই সন্ধ্যায়...
?

সর্বনাশ !... সেই সুর !
কেউ কোথাও নেই !... কারও চিহ্ন নেই...
ভয়ঙ্কর ব্যাপার...আপনাকে বলছি...আমার বাবা আর দাদা পর-পর পাগল হয়ে যান...তাঁরা অসুস্থ হওয়ার আগে প্রাসাদের বাইরে এই ভৌতিক সুর শোনা গিয়েছিল...
ঠিক জানি এবার ওটা আমার জন্য...এটা হুঁশিয়ারি...
রাজাইজা, যে-বিষ পাগল করে...
মহারাজ, আপনার বাবা আর দাদা যখন পাগল হন, তাঁদের ঘাড়ে অথবা হাতে কি ক্ষতচিহ্ন ছিল...সুচ ফোটাবার দাগের মতো !
না...কেন ?
ওঁরা কি আফিমের চোরাকারবারে বাধা দিয়েছিলেন ?
হ্যাঁ, ঠিক । আমিও ওঁদের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি । এই অঞ্চলে আফিমের চাষ ভাল হয় । নেশার জিনিসের ব্যবসায়ীরা চাষিদের ভয় দেখিয়ে তাদের খেতে ধানের বদলে আফিম চাষ করায়... আর...
...অল্প দামে তা কিনে নেয় । আর খেতে ধান হয়নি বলে হতভাগ্য চাষিরা যখন চাল কিনতে যায়, তখন মাদকের চোরাচালানকারিরা চড়া দামে তাদের কাছে বিক্রি করে । এই শয়তানদের সঙ্গে আমি লড়াই করে যাচ্ছি ।
খুব ভাল । আমরা দু'জন একসঙ্গে কাজ করব । মহারাজ, মন দিয়ে শুনুন...
সেই রাত্তিরে...
দেখতে পাচ্ছ ?...ওই যে... মাঝখানের জানলাটা...
জাদু-দড়ি মনিবের হুকুম তামিল করো ।

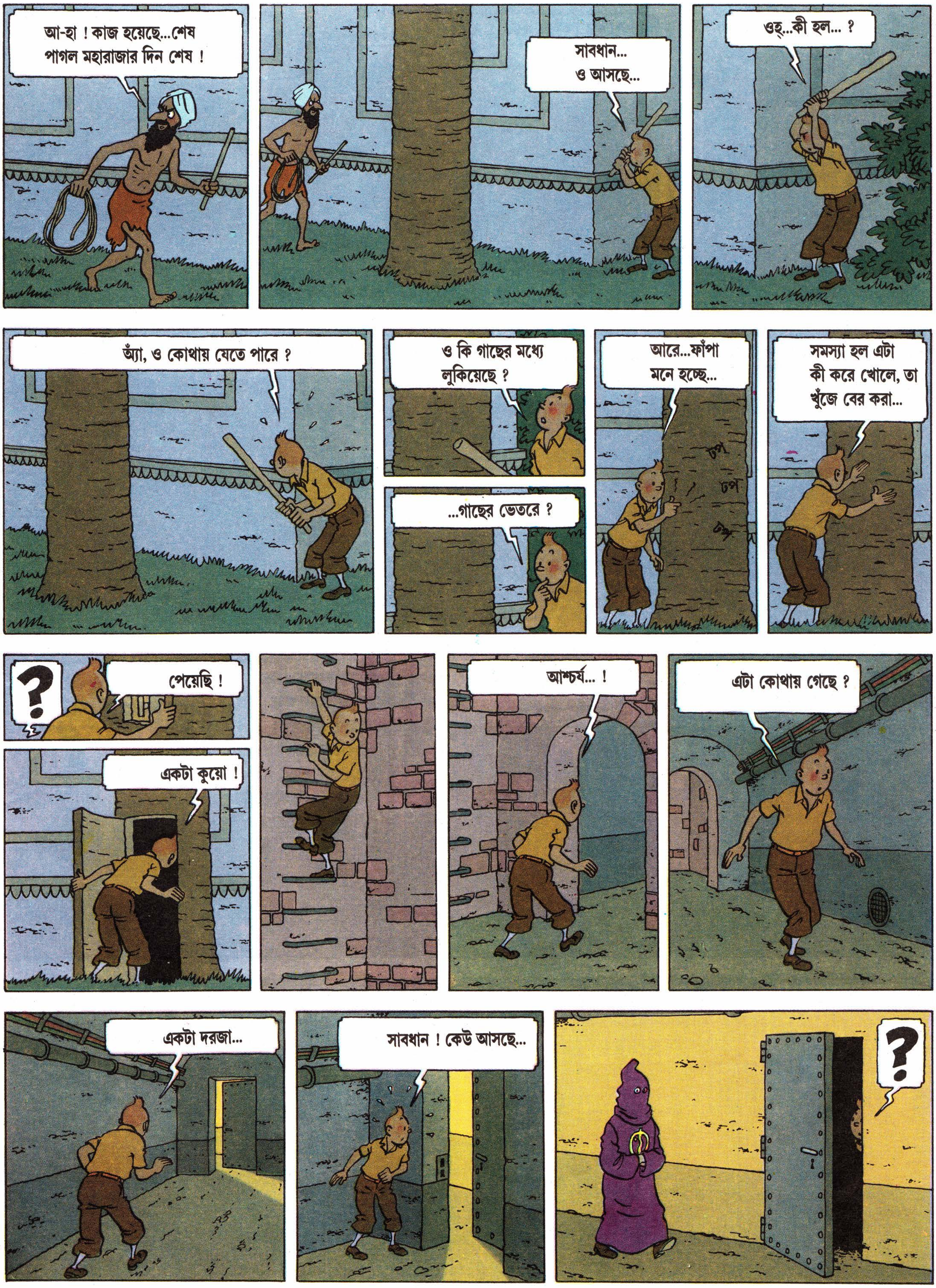

আ-হা ! কাজ হয়েছে...শেষ
পাগল মহারাজার দিন শেষ !
সাবধান...
ও আসছে...
ওহ্...কী হল... ?
অ্যাঁ, ও কোথায় যেতে পারে ?
ও কি গাছের মধ্যে
লুকিয়েছে ?
...গাছের ভেতরে ?
আরে...ফাঁপা
মনে হচ্ছে...
ঢপ
ঢপ
ঢপ
সমস্যা হল এটা
কী করে খোলে, তা
খুঁজে বের করা...
?
পেয়েছি !
একটা কুয়ো !
আশ্চর্য... !
এটা কোথায় গেছে ?
একটা দরজা...
সাবধান ! কেউ আসছে...
?

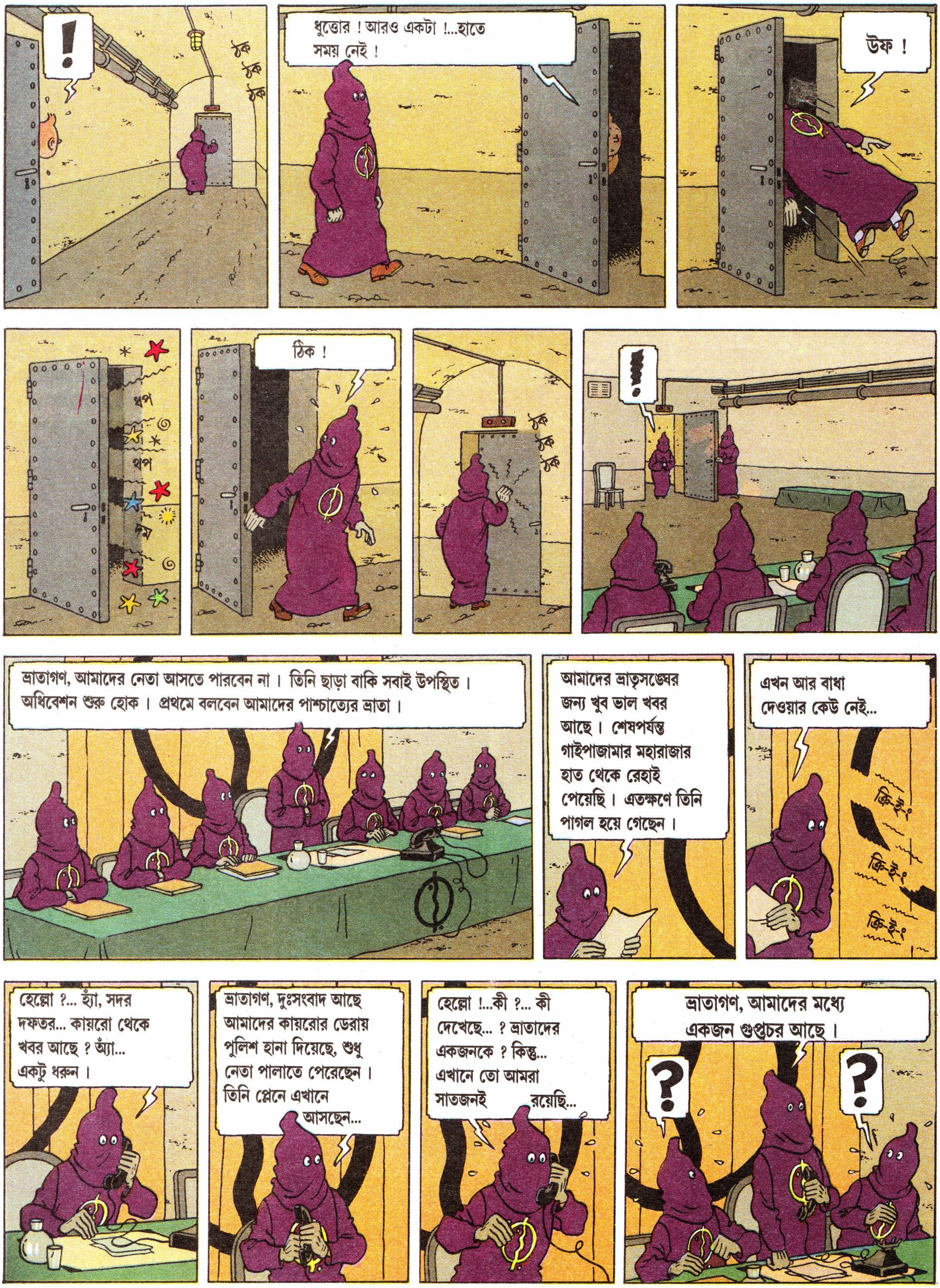
!
ঠক
ঠক
ঠক
ধুত্তোর ! আরও একটা !...হাতে সময় নেই !
উফ !
থপ
থপ
দম
ঠিক !
ঠক
ঠক
ঠক
ভ্রাতাগণ, আমাদের নেতা আসতে পারবেন না । তিনি ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত । অধিবেশন শুরু হোক । প্রথমে বলবেন আমাদের পাশ্চাত্যের ভ্রাতা ।
আমাদের ভ্রাতৃসঙ্ঘের জন্য খুব ভাল খবর আছে । শেষপর্যন্ত গাইপাজামার মহারাজার হাত থেকে রেহাই পেয়েছি । এতক্ষণে তিনি পাগল হয়ে গেছেন ।
এখন আর বাধা দেওয়ার কেউ নেই...
ক্রি-ই-ং
ক্রি-ই-ং
ক্রি-ই-ং
হেল্লো ?... হ্যাঁ, সদর দফতর... কায়রো থেকে খবর আছে ? অ্যাঁ... একটু ধরুন ।
ভ্রাতাগণ, দুঃসংবাদ আছে আমাদের কায়রোর ডেরায় পুলিশ হানা দিয়েছে, শুধু নেতা পালাতে পেরেছেন । তিনি প্লেনে এখানে আসছেন...
হেল্লো !...কী ?... কী দেখেছে... ? ভ্রাতাদের একজনকে ? কিন্তু... এখানে তো আমরা সাতজনই রয়েছি...
ভ্রাতাগণ, আমাদের মধ্যে একজন গুপ্তচর আছে ।
?
?

যেহেতু নিয়ম অনুযায়ী মুখোশ খোলা বারণ, আপনারা একে-একে আমার কাছে সাঙ্কেতিক শব্দটি বলে যান । যে পারবে না সে তখনই মরবে !
....
আচ্ছা... এর পরে !
....
ঠিক... তারপরে !
আ...মি দুঃখিত...কিন্তু আমার ম্মনে নেই...আ-মি...
হা হা !
আমি তিন পর্যন্ত গুনব । তার মধ্যে সাঙ্কেতিক শব্দটি বলতে না পারলে আমি গুলি করব !
কিন্তু...আমি... ইয়ে...
এক !
দুই !
দাঁড়ান ! দাঁড়ান ! মনে পড়েছে । কি-ওস্খ আর গাইপাজামা !
!
বুদ্ধ কোথাকার । কানে-কানে বলার কথা ! এখন সবাই জেনে গেল ?
যাক গে ? আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি । আপনারা একে-একে এসে আমাকে আগের সভার সাঙ্কেতিক শব্দটি বলবেন ।
প্রথম !
পরের জন !
এর পরে !
শেষ জন !

ঠকাস
ঢের কাজ হয়েছে !... ভাগ্য ভাল আমাকে আগে ডেকেছিল...
এবার বদমাশদের মুখগুলি দেখা যাক !
ফকির, একটা জাপানি, মিঃ আর মিসেস স্নোবল, যে-কর্নেল আমাকে মৃত্যুদণ্ড
দিয়েছিল, এবং মহারাজার সচিব... অবিশ্বাস্য ব্যাপার !
?
সে কি ! টিনটিন !!
...এখানে !!!
কী স্পর্ধা, ভেবেছে বেঁধে রাখবে...
আমার মতো মন্ত্রসিদ্ধ ফকিরকে !
অ্যাঁ ! ফকিরটা
পালিয়েছে !
ক্লিক
সর্বনাশ ! ওকে কিছুতেই পালাতে দেব না !
দড়াম
হা-হা ! এবার সত্যিই তোমাকে
বাগে পেয়েছি !

উফ !
ইইক !
?
হাত তোলো !
কুট্টুস !
অভিনন্দন, বন্ধু ! তুমি একটা দারুণ কাজ করেছ !
আমাকে আর গ্রেফতার করতে চাইছ না তো ?
অবশ্যই না। আমরা জানি তুমি নির্দোষ। কায়রো পুলিশ আমাদের খবর দিয়েছে। ওরা আবিষ্কার করেছে মাদক চোরাকারবারিদের আন্তর্জাতিক একটি দল ফারাও কি-ওস্খ-এর সমাধিকে ব্যবহার করছিল। ওটা ছিল ওদের গুপ্ত ডেরা...
যেসব কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার মধ্যে ছিল ওদের শত্রুদের এক তালিকা। তোমার আর গাইপাজামার মহারাজার নাম আছে তার মধ্যে। সেখানেই এই ডেরার নকশাও ছিল, তাই এখানে এসেছি।
যথার্থ কথাটা হবে : তাই আমরা কোথায় এসেছি ?
আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। আপনার কাছে আমি ঋণী। আমার বিছানায় যে পুতুলটা শুইয়ে রেখেছিলেন, তীর তার গায়ে বিঁধেছিল।
খট
ফকিরটা ! ও আবার পালিয়েছে !
হতভাগা ! আমাদের বন্ধ করে রেখেছে !
দাঁড়াও, আমার চাবিতে সব তালা খোলা যায়।
আমরা যখন দরজা খুলে বাইরে যাব, তখন ও অনেক দূরে। ওকে তাড়া করে লাভ নেই। ওকে পরে ধরতে পারব। চলুন, আমরা প্রাসাদে গিয়ে এই বন্দিদের পাহারা দিতে কাউকে পাঠিয়ে দিই।
কয়েক মিনিট বাদে...
মহারাজ ! মহারাজ ! আপনার ছেলে ! ওঁকে ধরে নিয়ে গেছে ! দুটো লোক এসেছিল, ওরা গাড়িতে পালিয়ে গেছে...

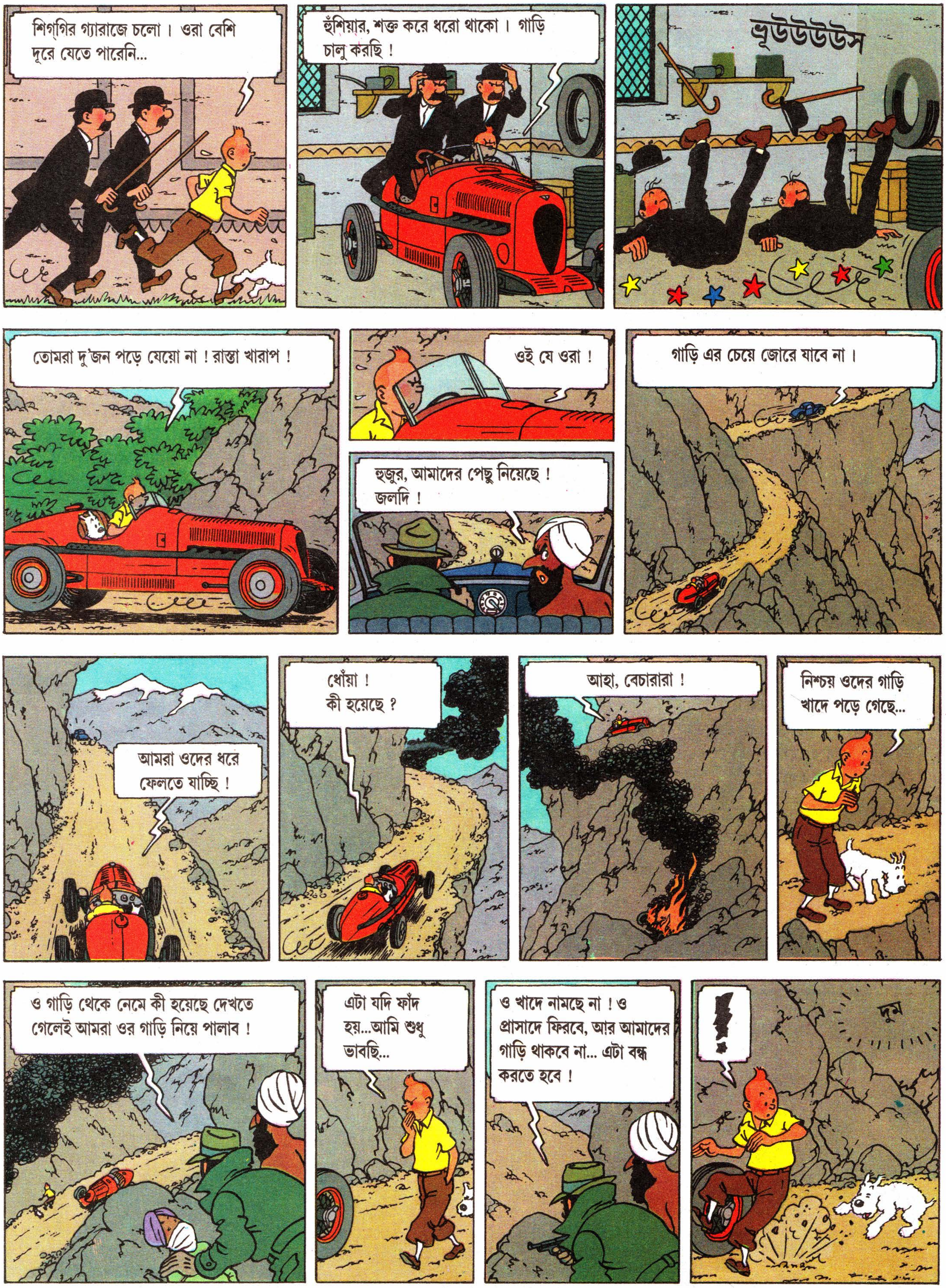
শিগ্‌গির গ্যারাজে চলো। ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি...
হুঁশিয়ার, শক্ত করে ধরো থাকো। গাড়ি চালু করছি!
ভূউউউউস
তোমরা দু'জন পড়ে যেয়ো না! রাস্তা খারাপ!
ওই যে ওরা!
হুজুর, আমাদের পেছু নিয়েছে! জলদি!
গাড়ি এর চেয়ে জোরে যাবে না।
আমরা ওদের ধরে ফেলতে যাচ্ছি!
ধোঁয়া! কী হয়েছে?
আহা, বেচারারা!
নিশ্চয় ওদের গাড়ি খাদে পড়ে গেছে...
ও গাড়ি থেকে নেমে কী হয়েছে দেখতে গেলেই আমরা ওর গাড়ি নিয়ে পালাব!
এটা যদি ফাঁদ হয়...আমি শুধু ভাবছি...
ও খাদে নামছে না! ও প্রাসাদে ফিরবে, আর আমাদের গাড়ি থাকবে না... এটা বন্ধ করতে হবে!
!
দুম

গুণ্ডার দল ! ভাগ্যিস ধোঁকায় ভুলিনি !
ওকে ধরা অসম্ভব। তুমি ওকে ব্যস্ত রাখো, আর সেই ফাঁকে আমি বাচ্চাটাকে নিয়ে পালাই।
ও কোথায় গেল ? দেখতে পাচ্ছি না...
হুডিনি, হাত তোলো, আর তোমার পিস্তল ফেলে দাও !
?
বাহ্, এটাই ভাল। তবে ছোট্ট একটা খবর—আমার পিস্তলে গুলি ছিল না।
কী আশ্চর্য ! আমার পিস্তলও ফাঁকা। অতএব শুধু আমরা দু'জন...
!
কাজটা আমিও এর চেয়ে ভালভাবে করতে পারতুম না !
কুট্টুস ফকিরকে পাহারা দেবে, আর আমি ততক্ষণ ছুটব লোকটির পেছনে...
হায় ঈশ্বর ! ওর হাত থেকে কি আমার রেহাই নেই ? ...কিন্তু রোসো...
এগিয়ে এসো, লক্ষ্মী ছেলে, আর-একটু কাছে...
বাঁ চা ও !!

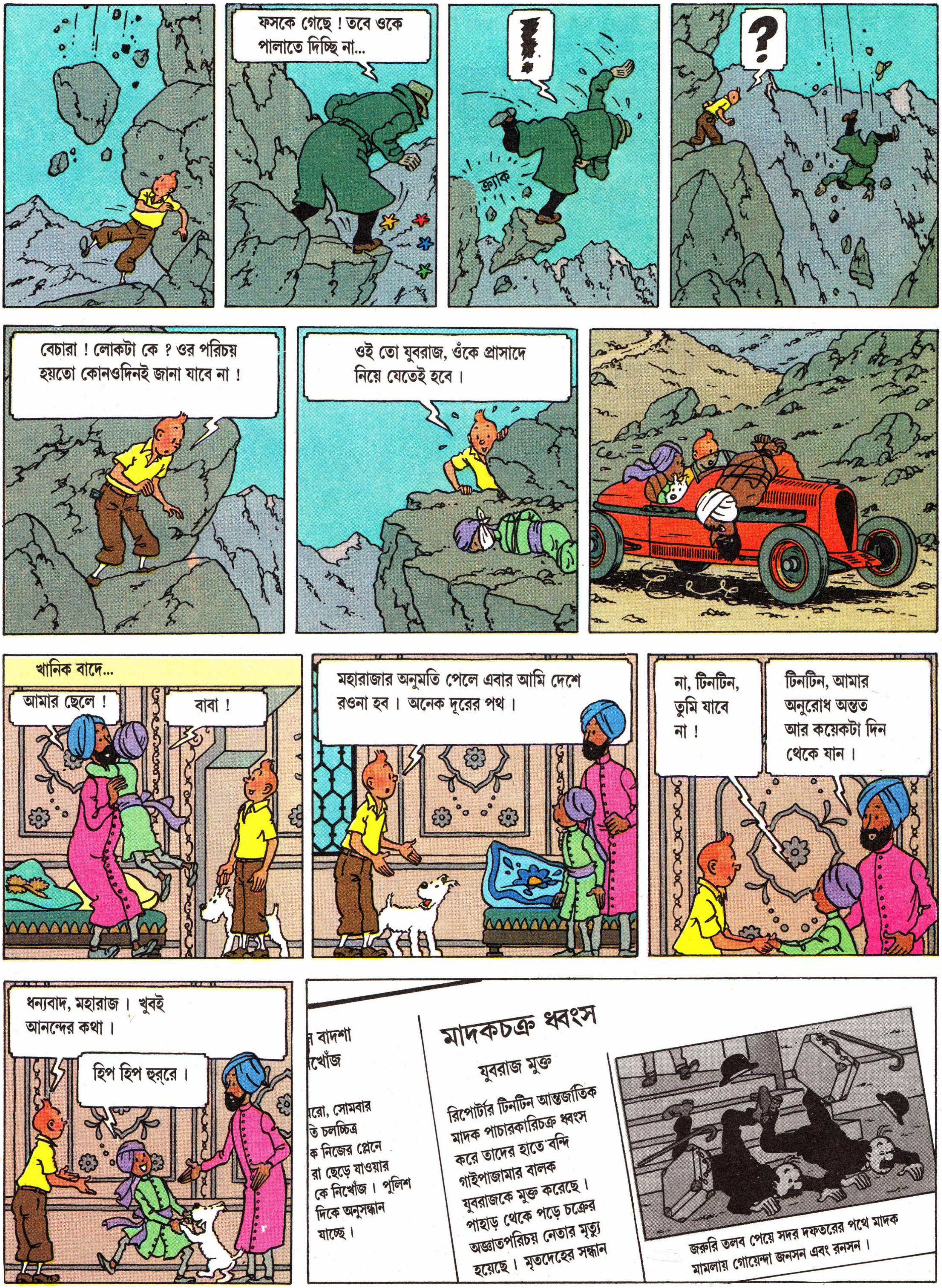
ফসকে গেছে ! তবে ওকে পালাতে দিচ্ছি না...
ক্র্যাক
?
বেচারা ! লোকটা কে ? ওর পরিচয় হয়তো কোনওদিনই জানা যাবে না !
ওই তো যুবরাজ, ওঁকে প্রাসাদে নিয়ে যেতেই হবে ।
খানিক বাদে...
আমার ছেলে !
বাবা !
মহারাজার অনুমতি পেলে এবার আমি দেশে রওনা হব । অনেক দূরের পথ ।
টিনটিন, আমার অনুরোধ অন্তত আর কয়েকটা দিন থেকে যান ।
না, টিনটিন, তুমি যাবে না !
ধন্যবাদ, মহারাজ । খুবই আনন্দের কথা ।
হিপ হিপ হুর্‌রে ।
বাদশা
খোঁজ
রো, সোমবার
তি চলচ্চিত্র
ক নিজের প্লেনে
রা ছেড়ে যাওয়ার
কে নিখোঁজ । পুলিশ
দিকে অনুসন্ধান
যাচ্ছে ।
মাদকচক্র ধ্বংস
যুবরাজ মুক্ত
রিপোর্টার টিনটিন আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারিচক্র ধ্বংস করে তাদের হাতে বন্দি গাইপাজামার বালক যুবরাজকে মুক্ত করেছে । পাহাড় থেকে পড়ে চক্রের অজ্ঞাতপরিচয় নেতার মৃত্যু হয়েছে । মৃতদেহের সন্ধান
জরুরি তলব পেয়ে সদর দফতরের পথে মাদক মামলায় গোয়েন্দা জনসন এবং রনসন ।

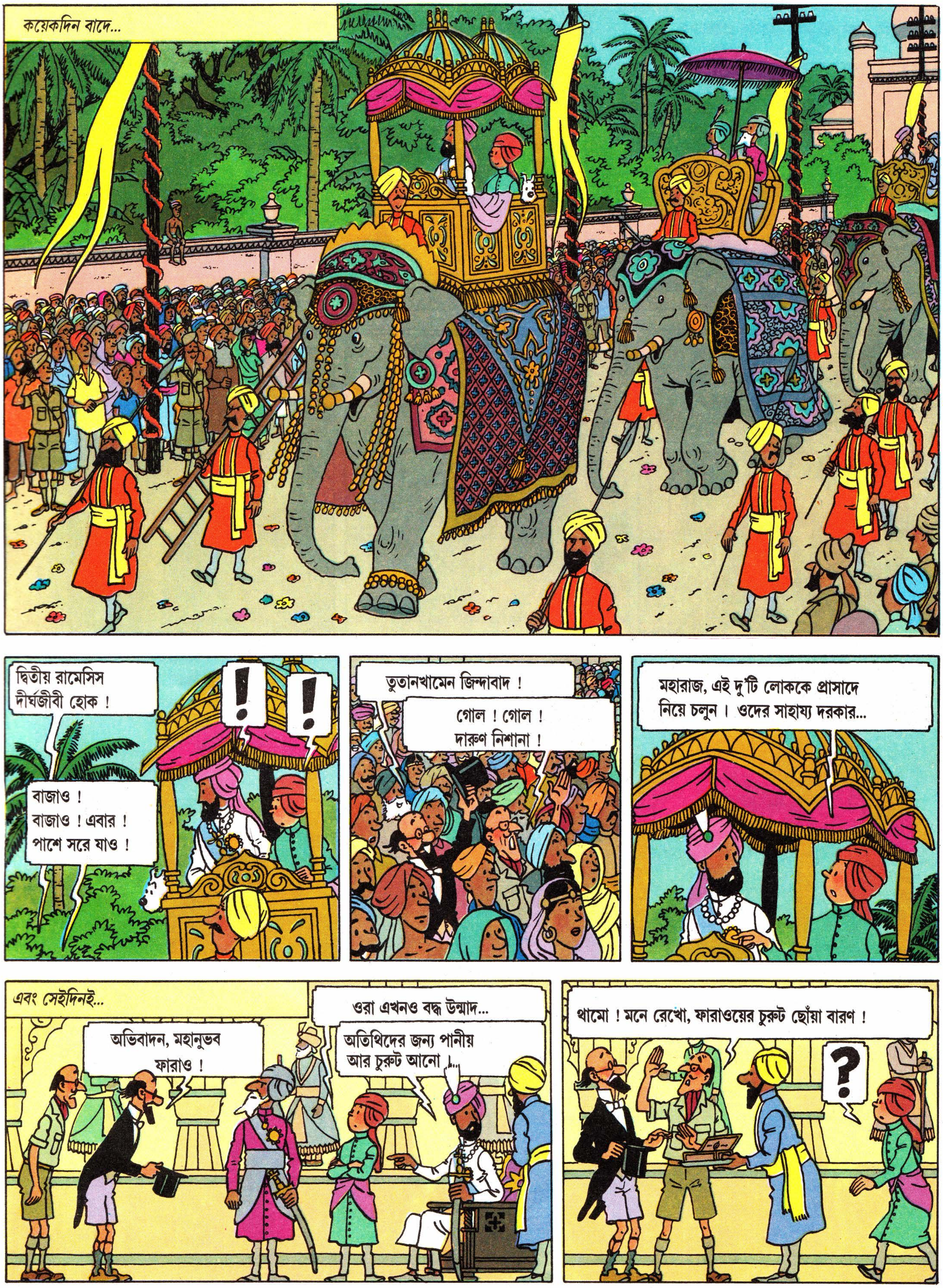

কয়েকদিন বাদে...
দ্বিতীয় রামেসিস দীর্ঘজীবী হোক !
! !
বাজাও ! বাজাও ! এবার ! পাশে সরে যাও !
তুতানখামেন জিন্দাবাদ !
গোল ! গোল ! দারুণ নিশানা !
মহারাজ, এই দু'টি লোককে প্রাসাদে নিয়ে চলুন । ওদের সাহায্য দরকার...
এবং সেইদিনই...
অভিবাদন, মহানুভব ফারাও !
ওরা এখনও বদ্ধ উন্মাদ...
অতিথিদের জন্য পানীয় আর চুরুট আনো !
থামো ! মনে রেখো, ফারাওয়ের চুরুট ছোঁয়া বারণ !
?

শিগ্‌গির বলুন এই চুরুট কোথায় পেলেন ?
আমি জানতুম মহারাজার আগের সেক্রেটারি এগুলি লুকিয়ে রাখতেন । নিজেদের চুরুট না থাকলে আমরা এগুলি ব্যবহার করতুম ।
যা ভেবেছিলুম...কি-ওস্‌খ-এর সমাধিতে এই চুরুট দেখেছিলুম...আর কিছু ছিল আরব কর্নেলের কাছে । আমাকে একটু দেখতে দিন...
যা ভেবেছিলুম...ধোঁকা । ফিতে, বাইরের মোড়ক, তামাক...সব । ভেতরে... ! সহজ কৌশল, কিন্তু অর্ধেক পৃথিবীর পুলিশকে বোকা বানিয়েছে ।
শাবাশ, টিনটিন !...কিন্তু আমাদের এই বন্ধুদের কী হবে ?
রোল্‌স রয়েস ? ধন্যবাদ ।
ভদ্রলোকদের জন্য গাড়ি অপেক্ষা করছে ।
ওঁদের যত্নের ত্রুটি হবে না...আর আমার তরুণ বন্ধুর এবার বিশ্রামের প্রয়োজন । বদমাশরা সবাই শায়েস্তা হয়েছে...এবার শান্তিতে সমুদ্রে একটু বেড়িয়ে আসুন ।
আপনার কথাই হয়তো ঠিক, মহারাজ । আমারও তা-ই মনে হয়...কিন্তু ভাবছি...
HERGE

সমাপ্ত